জার্মানিতে রেকর্ডসংখ্যক পুলিশের ওপর হামলা

সারে-জমিন

সিডিপিও অফিসে বিক্ষোভ অঙ্গনওয়াড়িদের

রূপসী বাংলা

স্মরণ: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কেমন ছিলেন বুদ্ধদেব

সম্পাদকীয়

নিম্নমানের সামগ্রীতে স্কুল ভবন নির্মাণ, বিক্ষোভ

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
২১ আগস্ট, ২০২৪
৫ ভাদ্র ১৪৩১
১৫ সফর, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

ডুরান্ড সেমিফাইনাল ও ফাইনাল যুবভারতীতে করার দাবি তিন প্রধানের

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 226 ■ Daily APONZONE ■ 21 August 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

ভারত বনধের ডাক দলিত ও আদিবাসী সংগঠনের

আপনজন ডেস্ক: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব ও সুরক্ষার দাবিতে আজ বুধবার ভারত বনধের ডাক দিয়েছে দলিত ও আদিবাসী সংগঠনগুলি।
ন্যাশনাল কনফেডারেশন অফ দলিত অ্যান্ড আদিবাসী সংগঠন (এনএসিডিএওআর) তফসিলি জাতি (এসসি), তফসিলি উপজাতি (এসটি) এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) জন্য ন্যায়বিচার ও সমতা সহ দাবিগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। এনএসিডিএওআর তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং ওবিসিদের সংরক্ষণের বিষয়ে সংসদের একটি নতুন আইন প্রণয়নের আহ্বান জানিয়েছে যা সংবিধানের নবম তফসিলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সুরক্ষিত হবে। তাদের যুক্তি, এর ফলে এই বিধানগুলি বিচারিক হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পাবে এবং সামাজিক সম্প্রীতি বাড়াবে। সরকারি চাকরিতে তফসিলি জাতি/উপজাতি/ওবিসি কর্মচারীদের জাতিভিত্তিক তথ্য অবিলম্বে প্রকাশের দাবি জানিয়েছে এনএসিডিএওআর।

হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী: শীর্ষ কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি চলাকালীন মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পুলিশকে মামলা পরিচালনা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।
শুরুতেই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, নিহতের নাম, ছবি ও ভিডিও ক্লিপ সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।'
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী কপিল সিব্বাল পুলিশ পৌঁছানোর আগেই ছবিগুলি তোলা হয়েছিল এবং প্রচার করা হয়েছিল তার জমা দেন।
যদিও অধ্যক্ষের আচরণ, এফআইআর নথিভুক্ত করতে দেরি এবং ১৪ অগস্ট প্রকাশ্য বিক্ষোভের সময় হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনা নিয়েও রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত।
প্রধান বিচারপতি বলেন, 'ভোরের দিকে অপরাধ ধরা পড়ার পরে, হাসপাতালের অধ্যক্ষ এটিকে আত্মহত্যা হিসাবে চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। বাবা-মাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য মৃতদেহ দেখতে দেওয়া হয়নি। সিব্বাল বলেন, এতে ভুল তথ্য ছিল। রাজ্য সরকার সমস্ত তথ্য উপস্থাপন করবে।
আরজি কর হাসপাতাল থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরেও কেন অধ্যক্ষকে অন্য হাসপাতালের

দায়িত্ব দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধান বিচারপতি।
এরপরই এফআইআরের সময় নিয়ে প্রশ্ন তোলে বেঞ্চ। সে প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের পক্ষে আইনজীবী সিব্বাল বলেন, যে তৎক্ষণাৎ একটি "অস্বাভাবিক মৃত্যু" মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তিনি দাবি করেন, এফআইআর নথিভুক্ত করতে কোনও বিলম্ব হয়নি।
প্রধান বিচারপতি উল্লেখ করেন, দিনের দুপুর ১টা থেকে ৪.৪৫ এর মধ্যে ময়নাতদন্ত করা হয়েছিল। রাত সাড়ে আটটার দিকে দেহ দাহ করার জন্য বাবা-মায়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তবে এফআইআর নথিভুক্ত হয় রাত ১১.৪৫ মিনিটে। কপিল সিব্বল জানিয়েছেন, নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।
এরপর প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়? হাসপাতালের কেউ এফআইআর নথিভুক্ত করেনি? হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ কী করছিল? ময়নাতদন্তে কি প্রমাণিত হয় না যে নির্যাতিতাকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছিল? ' অধ্যক্ষ কী করছিলেন? কেন প্রথমে এটাকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করা হল?
কপিল সিব্বাল বলেন, দু'দিনের মধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ। তিনি বলেন, মূল অভিযুক্ত একজন সিভিক পুলিশ। ঘটনাস্থলে তার ব্লুটুথ পাওয়া যায় এবং এটি তার মোবাইলের সাথে সংযুক্ত ছিল। সিসিটিভিও ছিল, তাই আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি।
গত ১৪ আগস্ট 'রাত দখল' প্রতিবাদ অভিযানের সময় হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনা নিয়েও রাজ্য সরকারকে নানা প্রশ্নে বিদ্ধ করে আদালত। প্রধান বিচারপতি বলেন, উন্মত্ত জনতা হাসপাতাল দখল করে নিয়েছে! ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো। পুলিশ কী করছিল? পুলিশকে প্রথমে যা করতে হবে তা হল অপরাধের ঘটনাস্থলটি সুরক্ষিত করা। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, পুলিশের অজান্তে এবং যোগসাজশ ছাড়া সাত হাজার লোকের জমায়েত হবে না।
বেঞ্চ আদেশে বলেছে, কর্তৃপক্ষ কীভাবে ভাঙচুরের বিষয়টি মোকাবেলা করতে পারল না তা আমরা বুঝতে পারছি না।
সলিসিটর জেনারেল বলেন, সমস্যার মূলে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ একজন ডিআইজি চার্জের অধীনে কাজ করছে, যার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। সিব্বাল অবশ্য এই অভিযোগ মানতে চাননি।
সিব্বাল বলেন, ভাঙচুরের ঘটনায় ৫০টিরও বেশি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ৩৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ৫০টি এফআইআর নথিভুক্ত করায় বিস্ময় প্রকাশ করে সলিসিটর জেনারেল বলেন, এটা 'তদন্ত না করার বিষয়'।
এদিন সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারের প্রতি বলেছে, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নেওয়া এবং সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় কথা বলা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নিতেও। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ক্ষমতা যেন শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের উপর না পড়ে। আসুন আমরা অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে তাদের মোকাবেলা করি। সিব্বাল বলেছিলেন যে এই মামলা সম্পর্কে মিডিয়ায় প্রচুর ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়েছে এবং রাজ্য কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে।
এদিন সুপ্রিম কোর্ট যে পর্যবেক্ষণ করে বলেছে, আমরা আশা করব, কলকাতার ঘটনার বিষয়বস্তু নিয়ে সমাজের যে কোনও মহল শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ চালালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রয়োজনীয় সংযম পালন করবে।
হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআইএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হল।
শুনানি চলাকালীন 'প্রটেক্ট দ্য ওয়ারিয়র্স' নামে চিকিৎসকদের একটি সংগঠনের পক্ষে উপস্থিত সিনিয়র অ্যাডভোকেট অপরাজিতা সিং বেঞ্চকে বলেন, ১৪ আগস্ট ভাঙচুরের ঘটনার পরে জনতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফিরে আসে এবং মহিলা চিকিৎসকদের হুমকি দেয় যে তারা যদি এই ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ করে তবে তাদেরও ধর্ষিতার মতো একই পরিণতি হবে। তিনি বলেন, যে একজন "সাহসী ডাক্তার" পুলিশকে এই বিষয়ে একটি অভিযোগ ইমেল করেছেন এবং তার একটি প্রতিলিপি বেঞ্চে উপস্থাপন করেছেন। বেঞ্চ এই অভিযোগকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে।
প্রধান বিচারপতি বলেন, এটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, জনতা মহিলা ডাক্তারদের নাম ধরে ডেকেছিল এবং হুমকি দিয়েছিল যে তাদেরও মৃতদের মতো একই পরিণতি হবে। কেন পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধান বিচারপতি।

এমবিবিএসে সাধারণ শ্রেণির আসনে মেধাবী সংরক্ষিতদের স্থান দিতে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

আপনজন ডেস্ক: অসংরক্ষিত বিভাগে মেধাবী সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীদের ভর্তির অনুমতি না দেওয়ার মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের রায় মঙ্গলবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সৌরভ যাদব বনাম উত্তরপ্রদেশ সরকার ও অন্যান্য বনাম মামলার রায়ের উপর নির্ভর করার পর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছে, এসসি / এসটি / ওবিসির মতো সংরক্ষিত বিভাগ থেকে প্রার্থীরা যদি জেনারেল কোটায় তাদের নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে অধিকারী হন তবে সাধারণ কোটার ভিত্তিতে ভর্তি হতে পারবে। একজন মেধাবী সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থী যিনি তার নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতে সংরক্ষণের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে সাধারণ বিভাগের অধিকারী হয় তবে, তাকে উল্লিখিত সাধারণ বিভাগ থেকে একটি আসন বরাদ্দ করতে হবে। অর্থাৎ, এসসি/এসটি-র মতো ভার্টিক্যাল রিজার্ভেশন ক্যাটাগরির জন্য সংরক্ষিত আসনে এই প্রার্থীকে গণ্য করা যাবে না। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে মধ্যপ্রদেশে এমবিবিএসে ভর্তির ক্ষেত্রে মামলায়। মামলাটি করেছিলেন ২০২৩ সালে নিট উত্তীর্ণ সাতজন সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থী। তারা হলেন, রামনরেশ কুশওয়া (ওবিসি), শচীন বাঘেল (ওবিসি), তপস্যা কুটওয়ারিয়া

(এসসি), তাসমিয়া কান (ওবিসি), মুসকান হিদাও (ওবিসি), দীপক যাদব (এসসি) ও বিকাশ সিং (ইডব্লুএস)। তাদের আবেদনের মূল বক্তব্য ছিল, এমবিবিএস আসনে মোট আসনের ৫ শতাংশ সরকারি স্কুলের (জিএস) শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। মধ্যপ্রদেশ এডুকেশন অ্যাডমিশন রুলস, ২০১৮-র রুল ২(জি) অনুযায়ী বেশ কিছু আসন ফাঁকা থাকায় শূন্যপদগুলি জিএস-ইউআর ক্যাটাগরির থেকে ওপেন ক্যাটাগরিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। আবেদনকারীরা আর্জি জানান, সংরক্ষিত শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থী যারা সরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন তাদের অবশ্যই অসংরক্ষিত শ্রেণির সরকারি স্কুল কোটার এমবিবিএস আসন বরাদ্দ করা উচিত ওপেন ক্যাটেগরি ঘোষণার আগে। তাদের সেই হাইকোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে দেওয়ায় সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে বলে, এমবিবিএসে সাধারণ শ্রেণির আসনে মেধাবী সংরক্ষিতদের স্থান দিতে হবে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

প্লাস্টিক বন্ধে পুরসভার অভিযান

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: গত ১৫ ই আগস্ট থেকে মুর্শিদাবাদ পুর এলাকায় নিষিদ্ধ হয়েছে প্লাস্টিক ব্যবহার। মুর্শিদাবাদ পুরসভার তরফ থেকে জানানো হয়েছে এখনো পর্যন্ত ৮০ শতাংশ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করা গেছে। কুড়ি শতাংশ প্লাস্টিক লুকিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ পুরসভার কর্মীরা লালবাগের বিভিন্ন বাজারে হানা দেয়। বিভিন্ন দোকান থেকে প্রায় চার কেজি প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ বাজেয়াপ্ত করেছে পুরসভা। মুর্শিদাবাদ পুরসভার পুরপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, 'শেষবারের মতো মঙ্গলবার সতর্ক করা হলো দোকানদারদের। এরপরে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ না করলে পুরসভার পক্ষ থেকে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্লাস্টিক ব্যবহার করলে ফাইন করার জন্য পুরকর্মীদের বলা হয়েছে।' উল্লেখ্য, মাসখানেক ধরে প্লাস্টিক বন্ধের জন্য প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে মুর্শিদাবাদ পুরসভা। গত ১৫ ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন থেকে পুরোপুরিভাবে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে নবাবের শহরে। কেউ প্লাস্টিক ব্যবহার করলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছে মুর্শিদাবাদ পুরসভা।

কোটাসুরে আদিবাসীদের পথ অবরোধ!

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের মহিলা ডাক্তারি পড়ুয়া কে খুন ও পূর্ব বর্ধমানে আদিবাসী যুবতি প্রিয়াঙ্কা হাঁসদা খুনের ঘটনার তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তির দাবিতে তীর ধনুক হাতে নিয়ে পথ অবরোধ আদিবাসী সংগঠনের। আজ বীরভূমের কোটাসুর স্কুল মোড়ে বহরমপুর - সাইথিয়া রাস্তা অবরোধ করে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল। অবরোধকারীদের দাবী, রাজ্যে নারীদের সুরক্ষা দিতে হবে। পাশাপাশি আরজি করে মহিলা ডাক্তারি পড়ুয়া ও পূর্ব বর্ধমানে আদিবাসী খুনের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দিতে হবে। এই দাবী নিয়ে আজ পথ অবরোধ করেন ভারত জাকাত মাঝি পরগানা মহলের সদস্যরা। স্কুল মোড়ে পথচারীদের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু হয় অবরোধকারীদের মধ্যে।

বিশ্ব মানবতা দিবসে হেলমেট বিলি

আপনজন: বিশ্ব মানবতা দিবস ও রাখী বন্ধন উপলক্ষে সাগরদিঘীর দস্তরহাট মিনি বাজারে সেফলেস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে হেলমেট বিতরণ কর্মসূচি করা হলো। পথ নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এই কর্মসূচি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নবগ্রামের বিধায় ক কানাই চন্দ্র মন্ডল, সাগরদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মসিউর রহমান সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। ছবিঃ সারিউল ইসলাম

সিডিপিও অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ আইসিডিএস কর্মীদের

হাসান লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স এন্ড হেলপার ইউনিয়নের অভিযোগ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর দু'নম্বর ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী কল্পনা মিস্ত্রিকে গত ১৬ই আগস্ট পাবলিক মারধর করে। এ বিষয়ে তারা সুপারভাইজার কে জানালে এখনো পর্যন্ত তার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় অবশেষে জয়নগর দু'নম্বর ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা তারা বিডিও অফিস চত্বর ঘেরোয়া করে এবং সিডিপিও অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। কর্মক্ষেত্রে আইসিডিএস কর্মী ও সহায়িকাদের হেনস্তা করার প্রতিবাদে তারা সিডিপিও কাছে বিচার চায়। কয়েকদিন কেটে যাবার পরেও দোষীদের কোন রুপ শাস্তি না মেলায় অবশেষে তারা এই পন্থা বেছে নেয়। মূলত তাদের দাবি ইতিপূর্বে তাদের সহকর্মীদের কর্মক্ষেত্রে এমনই হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে।
তাদের নিরাপত্তা বিষয়ের জন্য জয়নগর ২ ব্লক সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারীকের ঘরে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তারা। ও দীর্ঘ সময়তারা ধরনায় ও বসে। দীর্ঘ সময় ধরে তাদেরও এমনই কর্মসূচিও চলছে । যতক্ষণ এই সমস্যার সমাধান না হয় ততক্ষণ
কিন্তু এই ধরনা চালিয়ে যাবে এমনি জানান দলনেত্রী মাধবী পন্ডিত।

রাখি পরিয়ে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: 'রাখীবন্ধন প্রতিবাদ' শীর্ষক কর্মসূচি পালন করলো গোবরডাঙ্গা নাট্য সংস্থা। আরজি কর কান্ডের সঙ্গে জড়িত সমস্ত দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার এবং বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে পথ চলতি সাধারণ মানুষকে রাখী পরিয়ে সরব হলেন ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মকর্তারা। জানা গিয়েছে, এই সংস্থা প্রতিবছর ঘটা করে রাখীবন্ধন উৎসব পালন করে। কিন্তু এবছর রাখীবন্ধন উৎসবের পরিবর্তে ব্যানারে রাখীবন্ধন প্রতিবাদ শব্দ ঠাঁই পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে গোবরডাঙ্গা নাট্য সংস্থার প্রধান বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বলেন 'উৎসব নয়, রাখি পরিয়ে আপামর মানুষের কাছে একটাই বার্তা "we want justice". রাখীবন্ধনের মধ্য দিয়ে এদিনের প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন গোবরডাঙ্গা একাধিক বিশিষ্টজন।
সকলেই আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সরব হন, সকলের মুখে একটিই বাক্য 'নির্মম ভাবে হত্যা করা মেয়েটির অবিলম্বে সুবিচার চাই, দোষীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি চাই ।' এ দিনের রাখীবন্ধন প্রতিবাদ অনুষ্ঠানে প্রতিবাদী ভাষণ, প্রতিবাদী সংগীত এবং প্রতিবাদী গানের সঙ্গে নৃত্যের আয়োজন করা হয় । রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার শিল্পীরাও প্রতিবাদী গানের মধ্য দিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে ।

প্রতিবাদী মিছিলে গর্জে উঠল সাগরদিঘী

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘি

আপনজন: আর জি কর কান্ডে গোটা দেশ জুড়ে দফায় দফায় আন্দোলন- বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশাল মিছিল প্রতিবাদে পথে নামলো মহিলা এবং পুরুষ মিলিয়ে প্রায় আড়াই হাজার মানুষ। আর জি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদে গর্জে উঠলো গোটা সাগরদিঘীর মানুষ। এদিন সাগরদিঘী এস এন হাই স্কুল ময়দান থেকে মহিলারা মশাল হাতে নিয়ে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল করেন, সাগরদিঘী বাস স্ট্যান্ড, সাগরদিঘী রেল স্টেশন হয়ে সবজি বাজার পর্যন্ত মিছিলে পা মেলান হাজার হাজার মানুষ সবার মুখে একটাই আওয়াজ দোষীদের ফাঁসির চায়।
স্বাস্থ্য কর্মী নিকিতা ভকত জানান আমাদের বোনের ন্যায়বিচারের জন্য যতদিন লড়াই করতে হবে ততদিন আন্দোলন করে যাবো যাতে পরবর্তীতে কেউ এই ঘটনা ঘটানোর সাহস না পায় |
সমাজসেবী ইফতিকার আলম জানান আর জি কর মেডিকেল কলেজের যে নককারজনক ঘটনা ঘটেছে তার প্রতিবাদে এবং নারী সুরক্ষা ও তিলোত্তমা যাতে আইনি ভাবে সঠিক বিচার পায়, সেই দাবি রাখছি ও দোষীদের চিহ্নিত করে ফাঁসির দাবি নিয়ে আমাদের দ্বিতীয় দফার প্রতিবাদ মিছিল।
সমাজসেবী সঞ্জীব দাস এই অপরাধের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন এবং দোষীদের শাস্তির দাবি জানান ।

কর্ম বিরতি এখনই প্রত্যাহার হচ্ছে না, জানোলেন জুনিয়র ডাক্তাররা

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: সুপ্রিম কোর্টের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা মঙ্গলবার দুপুরে জানিয়ে দিলেন প্রতিটি মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধিদের নিয়ে যে জুনিয়ার ডক্টর ফ্রন্ট তৈরি করা হয়েছে সেখানে সব বিস্তারে আলোচনা করে পরবর্তী আন্দোলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তবে কর্ম বিরতি এখনই প্রত্যাহার হচ্ছে না। তার কারণ ময়নাতদন্তের যে রিপোর্ট সামনে এসেছে তা দেখে তাদের মনে হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে এই ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। সিবিআইয়ের তদন্তের গতি প্রকৃতি কোন দিকে যাচ্ছে সেদিকেই নজর রয়েছে তাদের। তাই আন্দোলনরত পড়ুয়া চিকিৎসকদের স্পষ্ট বক্তব্য, কর্মবিরতি জারি থাকবে। কলকাতা পুলিশ যে পুরোপুরি নিরাপত্তা দিতে হাসপাতালে ব্যর্থ তা কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েনের বিষয়টি বলে দিচ্ছে। আন্দোলনরত পড়ুয়া চিকিৎসকদের স্পষ্ট বক্তব্য আমরা মানুষকে পরিষেবা দিতে এসেছি। সীমান্তে লড়াই করছি না। কেন্দ্রীয় বাহিনী কত দিন নিরাপত্তা দেবে? জুনিয়র ডাক্তারদের অভিযোগ নিরাপত্তার অভাব বোধ করে অনেক নার্স ও চিকিৎসক ইতিমধ্যেই আরজি কর হোস্টেল ছেড়ে চলে গিয়েছে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এরপরই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় সরকারি হাসপাতাল হোস্টেলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতার করা হবে বলে নির্দেশ দেন। এদিকে মঙ্গলবার সকাল থেকে আরজি কর হাসপাতালে আন্দোলনরত পড়ুয়ারা যেখানে অবস্থানে বসেছিলেন সেখানে তারা বড় এলইডি টিভি এনে সুপ্রিম কোর্টের গোটা শুনানি শোনেন। মঙ্গলবার পড়ুয়া চিকিৎসকদের এই আন্দোলন ১২ দিন হল। তাদের স্পষ্ট দাবি যতক্ষণ না অপরাধীরা ধরা পড়ছে ততক্ষণ তারা তাদের এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

আরজি কর কাণ্ডে জড়িত দোষীদের ফাঁসির দাবিতে সরব জেলা সভাধিপতি

এম মেহেদী সানি ● অশোকনগর

আপনজন: আরজি কর কান্ডের দ্রুত সিবিআই তদন্ত শেষ করে ওই ঘটনায় জড়িত সমস্ত অপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে মঙ্গলবার অশোকনগর শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন অশোকনগরের বিধায়ক ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তৃণমূল নেতা নারায়ণ গোস্বামী।
এদিনের প্রতিবাদ মিছিল থেকে বাম-বিজেপির বিরুদ্ধেও শ্লোগান দিতে শোনা যায় তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের।
নারায়ণ গোস্বামী সহ অনেকের গলায় ঝুলছিল প্লাকার্ড, সেখানে লেখা ছিল 'দোষীদের ফাঁসি চাই।' অশোকনগর বিধানসভার কল্যাণগড় মোড় থেকে চৌরঙ্গী মোড় পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হন কয়েক হাজার তৃণমূলের নেতা, কর্মী সমর্থকরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে জয়ধ্বনির পাশাপাশি 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস, জাস্টিস ফর আরজিকর, দোষীদের ফাঁসি চাই' শ্লোগান তোলেন তাঁরা। মিছিল শেষে চৌরঙ্গী মোড়ে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন নারায়ণ গোস্বামী।
বাংলায় শান্তি সম্প্রীতি ঐক্য বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে আরজি করের ঘটনার বিরুদ্ধে সুর চড়ান, ঘটনার তদন্ত দ্রুত শেষ করার অনুরোধ জানান সিবিআইকে, সকল দোষীদের ফাঁসি হওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি।
আরজি কর কান্ডকে সামনে রেখে শান্ত বাংলাকে অশান্ত করতে ও বাংলার সম্মানকে কলুষিত করতে বাম-বিজেপির মিলিত অভিসন্ধি রচিত হয়েছে বলে অভিযোগ করছেন নারায়ণ গোস্বামী।
উল্লেখ্য আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্ম বিরতির কারণে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে।
এদিন প্রতিবাদ সভা থেকে নারায়ণ গোস্বামী সকল জুনিয়র ডাক্তারদেরকে প্রতিবাদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান।
উপস্থিত ছিলেন অশোকনগর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী কৃষ্ণা চক্রবর্তী, অশোকনগর পৌরসভার চেয়ারম্যান ও তৃণমূল নেতা প্রবোধ সরকার সহ অন্যান্যরা।

ডাক্তার খুনে দোষীদের ফাঁসির দাবিতে মিছিল ও পথসভা বামফ্রন্টের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: আরজি কর কান্ডে জড়িতদের ফাঁসির শাস্তির দাবিতে মিছিল ও পথসভা বামফ্রন্টের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের ২ নং সমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মোল্লাদীঘি এলাকায় এদিন এই মিছিল ও পথসভা করা হয়।
যেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের কুমারগঞ্জ এরিয়া কমিটির সম্পাদক রনজিৎ তালুকদার, বামফ্রন্টের জেলা কমিটির সদস্য মোফাজ্জল হোসেন সহ আরো অনেকে।
এ বিষয়ে সিপিআইএম এর কুমারগঞ্জ এরিয়া কমিটির সম্পাদক রনজিৎ তালুকদার জানান, 'প্রায় শতাধিক সাধারণ মানুষ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন। আমরা নির্ভয়ার ধর্ষণকারীদের অবিলম্বে ফাঁসি চাই। প্রকৃত খুনিদের আড়াল করবার অপচেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রকৃত খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আমাদের এই প্রতিবাদ চলছে। সারা রাজ্য জুড়ে যারা আন্দোলন করছে পুলিশ তাঁদের অযথা হয়রানি করছে, লাঠিচার্জ করছে। পাশাপাশি যে ৩২ জন গ্রেফতার হয়েছে তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে এই প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।'

চাপড়ায় রাজীব গান্ধির জন্মদিন পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: মঙ্গলবার ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা দেশের রুপকার রাজীব গান্ধীর ৮০'তম জন্মদিবস উদযাপন অনুষ্ঠিত হল চাপড়া ব্লক কংগ্রেস ভবনে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র আসিফ খান,নদীয়া জেলা মহিলা কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী সেরিনা খান,ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্ব ঝরণা মন্ডল,নাসিম আহমেদ,ইমরান সর্দার,রহিদুল মন্ডল,ইয়ামিন বিশ্বাস,আব্দুল হামিদ মন্ডল,সাহাদ আহমেদ মন্ডল সহ কংগ্রেস নেতৃত্ব।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: আরজিকর ঘটনার প্রতিবাদে দোষীদের শাস্তির দাবিতে এবং সুবিচারের আশায় এবার বাসন্তী হাইওয়ে রাজ্য সড়কে নামলো আই সি ডি এস কর্মীরা টানা বৃষ্টিতে চলে এই মিছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙ্গড়ের বাসন্তী হাইওয়ে রাজ্য সড়কে নলমুড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ঘটকপুকুর চৌমাথা পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করেন স্বাস্থ্য কর্মীরা।
কয়েক হাজার স্বাস্থ্যকর্মী তারা আজ পথে নামে আরজিকর ঘটনার প্রতিবাদে।

রায়না ২ এর উন্নয়ন নিয়ে বিশেষ আলোচনা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং হলে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
বৈঠকে মূলত মাধবডিহি বিপিএইচসি থেকে শুরু করে পুরো রায়না ২ ব্লকের বিভিন্ন সমস্যা এবং উন্নয়নের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়।
সভায় উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডক্টর শর্মিলা সরকার, যাকে পেয়ে এলাকার জনপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন।
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল পূর্ব বর্ধমানের রায়না এলাকার অর্থকরী ফসল গোবিন্দভোগ চালের রপ্তানি নিয়ে কেন্দ্র সরকারের বাধা। এই চালটি স্থানীয় কৃষকদের জীবিকার প্রধান উৎস এবং এর সুনাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বৈঠকে উপস্থিত বিধায়ক শম্পা ধারা এবং রায়না ২ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সৈয়দ কলিমুদ্দিন সাংসদের কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ করেন।
সাংসদ ডক্টর শর্মিলা সরকার আশ্বাস দেন যে তিনি সংসদে গিয়ে এই বিষয়টি তুলে ধরবেন।
এছাড়াও, রায়না এলাকার ঐতিহাসিক স্থানগুলির উন্নয়ন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বাধীন রাস্তা সারাইয়ের বিষয়ে আলোচনাও বৈঠকের অংশ ছিল।
এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন রায়না ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পার্বতী ধারা মালিক, রায়না ২ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক আনিসা যশ, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শিশির মন্ডল এবং অন্যান্য পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যরা।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে পথ অবরোধ

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর জেরেই পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ এলাকার মানুষের। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার সালিকা বাজার এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মগরাহাট থানার রামনাথপুর এলাকায় কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরছিল শুভ আদক নামে এক যুবক তখনই পেছন দিক থেকে একটি দ্রুতগতির লড়ি এসে তাকে সজোরে ধাক্কা মেরে চলে যায় ঘটনায় মৃত্যু হয় ওই যুবকের এরপরই ক্ষিপ্ত জনতা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ঘটনার উত্তেজনায় ছাড়াই গোটা এলাকায়। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি ওই রাস্তায় কোন বাম্পার না থাকার কারণে দ্রুত গতিতে গাড়ি চলে আগেও একাধিকবার দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ প্রশাসনকে বাড়াবারে বলা সত্বেও কোন ফল লাভ হয়নি। তাদের দাবি ওই গাড়ির ড্রাইভার উপস্থিত না হলে এই বিক্ষোভ চলছে থাকবে।

নারী সুরক্ষার দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: দেশের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সবাই যখন অনুষ্ঠান পালনের লক্ষ্যে বিভোর।ঠিক তখনই অর্থাৎ ১৪ আগষ্ট দূর শিক্ষার্থী প্রিয়াঙ্কা হাঁসদার নির্মমভাবে খুনের ছবি ফুটে ওঠে।উল্লেখ্য গত ১৪ ই আগস্ট পূর্ব বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ে উক্ত আদিবাসী মহিলাকে নিশংসভাবে খুনের প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের ডাক দেওয়া হয় ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহলের পক্ষ থেকে।তরই কর্মসূচি হিসেবে এদিন বীরভূমের মল্লারপুর এলাকার আস্থা মোড়ে পানাগড়- মোড়গ্রাম ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর তীরধনুক সহ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়ে আদিবাসী মহিলাকে নৃশংসভাবে খুনের প্রতিবাদেই মূলত এই অবরোধ বলে সংগঠন সূত্রে জানা যায়।
ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহলের বীরভূম জেলা শাখার পক্ষ থেকে বোধন মার্ডি বলেন আমরা জানি কিছুদিন আগে আর জি কর মেডিকেল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারকে ধর্ষণ ও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে সিবিআই এর হাতে তার তদন্ত চলছে। ঠিক সেই রকম নিহত আদিবাসী মহিলারাও খুনের তদন্ত চাই। সেই সাথে বিভিন্ন স্তরে যে ভাবে নারীদের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার বেড়ে চলেছে তা শক্ত হাতে দমন এবং নারী সুরক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে বলে সংগঠনের বক্তব্য। তাদের আরও বক্তব্য যে আমাদের অবরোধের ফলে সাধারণ মানুষ
অসুবিধার সম্মুখীন হোক আমরা চাই না। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য পুলিশ প্রশাসন ও আমলাদের নজরে বিষয়টি তুলে ধরা। তাই আমরা কয়েক ঘন্টার জন্য প্রতীকি অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

প্রথম নজর

মাঙ্কিপক্সে কঙ্গোতে মৃতের সংখ্যা ৫৭০ ছাড়াল

আপনজন ডেস্ক: মধ্য আফ্রিকার দেশ ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক (ডি আর) কঙ্গোতে ভাইরাসজনিত রোগ মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হয়ে ৫৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্যামুয়েল রজার কাম্বা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সোমবার রাজধানী কিনশাসায় এক সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন এলাকায় মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হয়েছেন ১৬ হাজার ৭০০ জন। এরই মধ্যে এ রোগে মৃতের সংখ্যা ৫৭০ জনে ছাড়িয়েছে। এই রোগের বিস্তার ঠেকাতে পুরো আফ্রিকা মহাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা প্রয়োজন। অন্যান্য দেশের সরকারের সঙ্গে এ ইস্যুতে আমাদের আলোচনা চলছে।

২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডি আর কঙ্গোতে শুরু হয়েছে মাঙ্কিপক্সের প্রাদুর্ভাব। দেশটির মোট প্রদেশের সংখ্যা ২৬টি, জনসংখ্যা ১০ কোটি। এই ২৬ প্রদেশের মধ্যে দক্ষিণ কিভু, উত্তর কিভু, শোপো, একুয়াটিউর, উত্তর উবাঙ্গি, শুয়াপা, মঙ্গালা এবং সানকুরু প্রদেশে সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি।

জানা গেছে, গত জুলাই মাসে ডি আর কঙ্গোর প্রতিবেশী দেশ বুরুন্ডি, কেনিয়া, রুয়ান্ডা এবং উগান্ডাতেও এই রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। রোগটির সংক্রমণ ঠেকাতে গত বুধবার জরুরি অবস্থা জারি করেছে জাতিসংঘের বৈশ্বিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত অঙ্গসংগঠন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

হাইতির সাবেক প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা জারি

আপনজন ডেস্ক: হাইতির সাবেক প্রেসিডেন্ট মিশেল মার্টেলির বিরুদ্ধে মাদক চোরাচালানে জড়িত থাকার অভিযোগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ। মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই পদক্ষেপের ঘোষণা দেওয়া হয়।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, সাবেক সংগীতশিল্পী মার্টেলি ২০১১ থেকে ২০১৬ সালের মাঝে ক্যারিবীয় রাষ্ট্র হাইতির প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ক্ষমতার অপব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রে কোকেন-সহ বিপজ্জনক মাদক পাচারের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।

এছাড়া তিনি হাইতির মাদক পাচারকারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন এবং স্থানীয় গ্যাংদের সহায়তা করেছেন বলে অভিযোগ আনা হয়েছে।

মার্টেলির বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপে কানাডার পূর্ববর্তী উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ এ পদক্ষেপ নেয়। ২০২২ সালে হাইতির সাবেক প্রেসিডেন্ট মার্টেলি ও অন্য দুটি দেশের দুই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কানাডা। সেই সময় সশস্ত্র বিভিন্ন গ্যাংয়ের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নেয়ার অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কানাডার সরকার।

ক্যারিবীয় অঞ্চলের দরিদ্রতম দেশ হাইতিতে দীর্ঘদিন ধরে গ্যাং সহিংসতা চলে আসছে। গত ফেব্রুয়ারিতে দেশটিতে সংঘবদ্ধ বিভিন্ন গ্যাংয়ের সংঘাতে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়। ওই সময় দেশটির সশস্ত্র বিভিন্ন গ্যাং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল হেনরিকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। হাইতির অপরাধী গোষ্ঠীগুলো রাজধানী পোর্ট-অ-প্রিন্সের প্রায় ৮০ শতাংশ এলাকার নিয়ন্ত্রণ করে। সেখানকার বাসিন্দারা বলেছেন, এসব গ্যাংয়ের সদস্যরা প্রায়ই মুক্তিপণের জন্য হত্যা, ধর্ষণ এবং অপহরণের হুমকি দিয়ে থাকে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হওয়ায় আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে হাইতিতে শত শত পুলিশ কর্মকর্তা মোতায়েন রেখেছে কেনিয়া।

জার্মানিতে রেকর্ডসংখ্যক পুলিশের ওপর হামলা

আপনজন ডেস্ক: ২০২৩ সালে জার্মানিতে ২ হাজার ৯৭৯ জন পুলিশের ওপর হামলা হয়েছে। ২০০১ সালে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ শুরুর পর এটিই সর্বোচ্চ সংখ্যা।

এর মধ্যে গত বছরের জানুয়ারিতে ল্যুটসেরাট গ্রামে সংঘর্ষের ঘটনায় ১৪৫ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছিলেন। একটি কয়লাখনি সম্প্রসারণ করতে চাওয়ায় ল্যুটসেরাট গ্রামটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল।

এই ঘটনা ঠেকাতে পরিবেশকর্মীরা সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সময় পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওই স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।

জার্মান ফেডারেল পুলিশ সোমবার তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, হামলার কারণে গতবছর ৭৯৩ জন পুলিশ আহত হয়েছেন। এর মধ্যে ৮৮ জন সদস্য পরবর্তীতে দায়িত্ব পালনে সক্ষম ছিলেন না।

টহল, তদন্তকাজ এবং আশ্রয়ের আবেদন প্রত্যাখ্যান হওয়া ব্যক্তিদের তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর সময় পুলিশের ওপর বেশি হামলা হয়েছে। এছাড়া রেল চলাচলে নিরাপত্তা দেওয়া ও ফুটবল ম্যাচ চলার সময়ও হামলা হয়েছে।

হামলাকারীদের ৭৮ শতাংশ পুরুষ ছিলেন। আর প্রায় অর্ধেক হামলাকারী ঘটনার সময় মদ্যপ ছিলেন।

অনেক হামলাকারীকে পুলিশ আগে থেকেই চিনত। এক-চতুর্থাংশ হামলাকারী আগেও অপরাধে জড়িত ছিলেন।

শেষ ভাষণে যে কারণে কাঁদলেন জো বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে দেশটির ক্ষমতাসীন দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলন।

সোমবার রাতে শুরু হওয়া এই সম্মেলনে নেতাকর্মীদের পাশাপাশি বেশ কয়েক হাজার আমন্ত্রিত অতিথিও অংশ নিয়েছেন।

চারদিনব্যাপী সম্মেলনের প্রথমদিন শীর্ষ ডেমোক্র্যাট নেতাদের সঙ্গে সপরিবারে যোগ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও।

প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় দলের জাতীয় এই সম্মেলনে শেষবারের মতো ভাষণ দিয়েছেন তিনি।

বাইডেন যখন মঞ্চে উঠছিলেন, তখন দর্শক সারির সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান দেখান। একইসঙ্গে, উপস্থিত নেতাকর্মীর সমস্বরে বলে ওঠেন "ধন্যবাদ জো"। এ ঘটনার পর বাইডেন বেশ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে আবেগে কেঁদেও ফেলেন।

নিজেকে সামলে নিয়ে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, কঠিন সময় শেষ হয়েছে, এখন ভালো সময়।

প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেয়ার পর নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে দেশের জন্য কাজ করেছেন বলেও জানান তিনি।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, "আমেরিকা, আমি আমার সর্বোচ্চটা তোমাকে দিয়েছি।

একইসঙ্গে, গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখতে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী কমালা হ্যারিসকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি বলেন, গণতন্ত্রকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। আমরা আমেরিকার আত্মাকে রক্ষা করার জন্য লড়ছি।

প্রেসিডেন্ট পদ থেকে বিদায় নেয়ার আগে দলের জাতীয় সম্মেলনে এটাই তার শেষ ভাষণ। ফলে প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড় থেকে হঠাৎ সরে যাওয়া বাইডেন ভাষণে কী বলেন, সেদিকেই নজর ছিল সবার। বাইডেন মঞ্চে ওঠার আগে আকস্মিকভাবে সেখানে হাজির হয়ে নজর কাড়েন আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমালা হ্যারিস।

প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে ধন্যবাদ দিতেই হঠাৎ এই আগমন বলে জানান তিনি।

কমালা বলেন, জো, আপনার ঐতিহাসিক নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ। আমরা আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ।

আগামী নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবারো প্রার্থী হওয়ার কথা ছিল জো বাইডেনের। তবে গত জুনের শেষের দিকে প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে এক টেলিভিশন বিতর্কে কথা বলতে গিয়ে খেয়া হারিয়ে ফেলেন তিনি।

এরপর ভোটার জরিপে বাইডেনকে বেশ পিছিয়ে পড়তে দেখা যায়। ফলে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী না হওয়ার জন্য নিজ দলের ভেতরেই চাপে পড়েন তিনি এবং একপর্যায়ে নির্বাচন থেকে সরে আসেন। এমন পরিস্থিতিতে এক মাসেরও কম সময় আগে নির্বাচনি দৌড়ে যোগ দেন কমালা হ্যারিস। এবারের সম্মেলনে তার পক্ষেই ভোট চাচ্ছেন ডেমোক্র্যাট নেতারা।

বৃহস্পতিবার সম্মেলনের শেষ দিনে তিনি মঞ্চে উঠবেন বলে শোনা যাচ্ছিলো। কিন্তু প্রথমদিনেই হুট করে হাজির হওয়ায় উপস্থিত নেতাকর্মীরা বেশ অবাক হন। হাজার হাজার নেতাকর্মী উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে হ্যারিসকে সম্মেলনে স্বাগত জানান। সেই সঙ্গে স্লোগান চলতে থাকে: যখন আমরা লড়াই করি, আমরা জিতে যাই।

অল্প সময় মঞ্চে অবস্থানকালে হ্যারিস প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে ধন্যবাদ দেওয়ার বাইরে তেমন কিছু বলেননি।

রীতি অনুযায়ী, সম্মেলনের শেষদিনে তিনি আবারো মঞ্চে উঠবেন বলে জানা যাচ্ছে। সেদিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ভাষণ দিবেন তিনি।

গাজায় যুদ্ধবিরতিতে রাজি নেতানিয়াহু: ব্লিঙ্কেন

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া নতুন প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তাই যুদ্ধবিরতির এই প্রস্তাব হামাসকেও মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন।

সোমবার নেতানিয়াহুসহ ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এসব তথ্য জানান তিনি।

ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিবে সাংবাদিকদের ব্লিঙ্কেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে আজ একটি অত্যন্ত গঠনমূলক বৈঠক হয়েছে। সেখানে তিনি আমাকে নিশ্চিত করেছেন যে ইসরায়েল সেতুবন্ধনমূলক এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। তিনিও এটি সমর্থন করেন।

তিনি জানান, এখন হামাসের দায়িত্ব একই কাজ করা। তারপরে মধ্যস্থতাকারীদের সহায়তায় সব পক্ষকে একত্রে বসতে হবে। এই চুক্তির আওতায় যেসব প্রতিশ্রুতি দেয়া হবে সেগুলো তারা কীভাবে বাস্তবায়ন করবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট বোঝাপড়ায় পৌঁছানোর প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে হবে।

গত অক্টোবরে গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যে ৯ বারের মতো সফর করেছেন ব্লিঙ্কেন। হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে বিদ্যমান মতবিরোধ দূর করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তিত প্রস্তাব পেশ করার কয়েকদিন পরই তিনি ইসরায়েল সফরে গেলেন।

যদিও ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনের অভিযোগ, ইসরায়েলকে আরো গণহত্যা পরিচালনায় সময় দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। মধ্যপ্রাচ্য সফরে সোমবার তেল আবিবে পৌঁছান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বৈঠক করেন ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট হারজগ, প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে।

বিলাসবহুল প্রমোদতরী ডুবে ব্রিটিশ ধনকুবেরসহ নিখোঁজ ৬

আপনজন ডেস্ক: ইতালির সিসিলি উপকূলে একটি বিলাসবহুল প্রমোদতরী ডুবে গেছে। এই ঘটনায় ছয়জন নিখোঁজ হয়েছেন, তাদের মধ্যে আছেন মেয়েসহ ব্রিটিশ ধনকুবের মাইক লিঞ্চ। ব্রিটিশ প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ও ধনকুবের মাইক লিঞ্চ, অনেকের কাছে 'ব্রিটিশ বিল গেটস' নামে পরিচিত। সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, রাতভর প্রবল ঝড়ের মুখে পড়ে স্থানীয় সময় সোমবার (১৯ আগস্ট) ভোরে ডুবে যায় প্রমোদতরীটি। জাহাজটিতে ব্রিটিশ, আমেরিকান ও কানাডিয়ান নাগরিকসহ মোট ২২ জন ছিলেন। এক বছর বয়সী এক ব্রিটিশ কন্যা শিশুসহ ১৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে তিনজনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার অভিযান চালানোর সময় ধ্বংসস্তূপের বাইরে এক ব্যক্তির লাশ পাওয়া গেছে। তবে তার জাতীয়তা নিশ্চিত করা যায়নি। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, বায়েসিয়ান নামের প্রমোদতরীটি শেষরাতে প্রচণ্ড ঝড় আর উত্তাল ঢেউয়ের মুখে পড়ে। ওই সময় এটি তীর থেকে আধা কিলোমিটার দূরে সাগরের মধ্যে নোঙর করা ছিল। কিন্তু ঝড়ে এর ২৩৬ ফুট উঁচু অ্যালুমিনিয়ামের মাস্তুল ভেঙে যায়। ফলে জাহাজটি তার ভারসাম্য হারিয়ে সিসিলিয়ার রাজধানী পালেরমোর কাছে পোর্টিসেলো গ্রামের উপকূলে ডুবে যায়। এ ঘটনায় প্রযুক্তি উদ্যোক্তা মাইক লিঞ্চ ও তার ১৮ বছর বয়সী মেয়ে হান্না নিখোঁজ রয়েছেন। ফ্টওয়্যার কোম্পানি অটোনমি'র সহ-প্রতিষ্ঠা লিঞ্চ 'ব্রিটিশ বিল গেটস' নামে পরিচিত। তিনি তার সহকর্মীদের জন্য প্রমোদ ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রমোদতরীটির মালিকানা লিঞ্চের স্ত্রী অ্যাঞ্জেলা বেকারেসের নামে। প্রমোদতরীটিতে ১২ জন যাত্রী ও ১০ ক্রু ছিল। নিখোঁজদের মধ্যে লিঞ্চ, তার মেয়ে হান্না লিঞ্চ ও প্রমোদ তরীটির শেফ রয়েছেন। বেঁচে যাওয়াদের মধ্যে এক বছর বয়সী এক শিশু ও তার বাবা-মা রয়েছে। শিশুটির মা শার্লট গোলুনস্কি বলেন, দুই সেকেন্ডের জন্য আমি আমার মেয়েটিকে সমুদ্রে হারিয়ে ফেলেছিলাম। তবে ঢেউয়ের মধ্যে আবারো তাকে খুঁজে পাই। তিনি ও তার স্বামীসহ ১১জন লাইফবোটে উঠতে পেরেছিলেন। এছাড়া কাছাকাছি একটি ডাচ-পতাকাবাহী জাহাজ ঢেউ থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করেছিল। প্রমোদতরীর ক্যাপ্টেন কার্স্টেন বোর্নার বলেন, ঝড় থেমে যাওয়ার পর তারা লক্ষ্য করেন যে, তাদের পিছনে থাকা জাহাজটি আর নেই। উদ্ধার অভিযান চলছে। সমুদ্রে পানির ৫০ মিটার নিচে ধ্বংসাবশেষ শনাক্ত করেছে ডুবুরিরা। তবে নিখোঁজদের জীবিত খুঁজে পাওয়ার আশা খুবই কম বলে জানিয়েছেন অনুসন্ধানকারীরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইউক্রেন ও রাশিয়া যুদ্ধ নিতে পারে নতুন মোড়

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে হঠাৎ করে দেখা দিয়েছে নতুন মোড়। এতদিন ইউক্রেনের রাজধানীসহ দেশটির বিভিন্ন জায়গায় হামলা হলেও এবার আক্রান্ত হতে শুরু করেছে রাশিয়াও। স্থলভাগে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী যুদ্ধকে আরো জটিল করে তুলছে। যুদ্ধ কৌশল প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হওয়ায় হতাহতের সংখ্যাও বাড়ছে।

জানা গেছে, তীব্র রুশ আক্রমণের বিরুদ্ধে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী দোনেৎস্ক অঞ্চলে প্রতিরোধ হামলা অব্যাহত রেখেছে। শরতের আগে আভিডিভকা নামক অঞ্চলের পতন এবং বিশাল ৩-টন এফএবি গ্লাইড বোমা ব্যবহারের পর এমন সফলতা এসেছে রুশ বাহিনীর পক্ষে। তারা ইউক্রেনীয় সামরিক ইউনিটগুলোকে বিপর্যস্ত করতে চারদিক থেকে ঘেরাও করার জন্য পিন্সার পদ্ধতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে ভুলেদার, চসিভ ইয়ার এবং টোরেটস্কে অঞ্চলে প্রতিপক্ষের মূল সরবরাহ রুটগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং সুউচ্চ চাসিভ ইয়ার অঞ্চলকে দখল করা গেলে স্লোভিয়ানস্ক এবং ক্রামতোর্স্কের দিক পর্যন্ত সমতল ভূমিতে আর বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে চলে যাবে রুশ বাহিনী। এদিকে দোনেৎস্কো ইউক্রেনের প্রতিরক্ষার জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সামনের অঞ্চলগুলো অনেকাংশে স্থির থাকে। একের পর এক অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষাকে আরো চাপে ফেলে দিচ্ছে। চলমান অচলাবস্থা সত্ত্বেও মস্কো বাহিনী ধীর কিন্তু স্থিরভাবে ভূমির নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে নিচ্ছে। এতে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওপর চাপ অব্যাহত রয়েছে। রাশিয়ার কৌশলের মধ্যে রয়েছে ইউক্রেনীয় সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। এটি প্রয়োগে সফল হলে ইউক্রেনের পক্ষে রণক্ষেত্রে সামনের সারির অবস্থান ধরে রাখার ক্ষমতা পুরোপুরি ভেঙে পড়বে। প্রতিপক্ষ ইউক্রেনের ওপর শক্তি ক্ষয়ের কৌশল প্রয়োগ করছে রুশ বাহিনী। এমন প্রতিকূলতা উতরে ইউক্রেনীয় বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌশলগত অবস্থানগুলোতে নিজেদের অবস্থান অক্ষুণ্ণ রেখেছে। কিয়েভের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলোর মধ্যে রয়েছে রাশিয়ায় মূল ভূখণ্ডের অনেক গভীরে হামলা অব্যাহত রাখা, জ্বালানি শক্তির অবকাঠামো লক্ষ্য করে ড্রোন ও রকেট হামলা চালানো। এমন কৌশলগত হামলা ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর সক্ষমতাকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৯ মি.

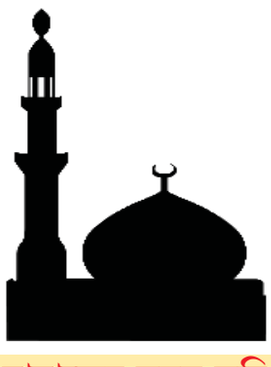

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫২	৫.১৬
যোহর	১১.৪৪	
আসর	৪.১২	
মাগরিব	৬.০৯	
এশা	৭.২২	
তাহাজ্জুদ	১১.০১	

ইলন মাস্ককে উপদেষ্টা হিসেবে চান ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হলে ইলন মাস্ককে নিজের উপদেষ্টা পদে দেখতে চান যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমানে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ তথ্য জানিয়েছেন।

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, তিনি (ইলন মাস্ক) খুবই স্মার্ট একজন মানুষ। যদি তিনি আমার নেতৃত্বাধীন সরকারের মন্ত্রিসভা কিংবা আমার উপদেষ্টা পদে আসতে রাজি হন, তাহলে আমি খুব খুশি হবো; সত্যিই খুশি হবো।

পাকিস্তানে ভারী বৃষ্টিপাত ও বন্যায় ১৯৫ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানে গত জুলাই মাসে শুরু হওয়া ভারী বৃষ্টিপাত ও আকস্মিক বন্যায় বিভিন্ন এলাকায় এ পর্যন্ত অন্তত ১৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ৩৬২ জন। পাকিস্তানের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ)-এর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। মৃতদের মধ্যে ৯৬ জন শিশু ও ৩০ জন নারী।

এনডিএমএর প্রতিবেদনে বলা হয়, বন্যায় পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় পাঞ্জাব প্রদেশে ৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় খাইবার পাখতুনখোয়া এবং দক্ষিণ সিন্ধু প্রদেশে যথাক্রমে ৬৫ ও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। তা ছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বেলুচিস্তান প্রদেশে ১৩ জন, পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে পাঁচজন এবং উত্তরাঞ্চলীয় গিলগিট-বালতিস্তান অঞ্চলে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় ৩৫২টি গবাদিপশু মারা গেছে। এছাড়া বন্যায় ২ হাজার ২৯৩টি বাড়ি ও ৩০টি সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছে এনডিএমএ।

চিনে প্রবল বৃষ্টিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫০

আপনজন ডেস্ক: চীনের মধ্যাঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫০ জনে দাঁড়িয়েছে। সোমবার গত জুলাইয়ের শেষের দিক থেকে শুরু হওয়া বর্ষণে প্রাণহানির এই ঘটনা ঘটেছে। উদ্ধার ও তল্লাশি অভিযান শেষে দেশটির উদ্ধারকারী কর্মকর্তারা সোমবার প্রাণহানির তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত সম্প্রচারমাধ্যম সিসিটিভির প্রতিবেদন বলছে, মধ্যাঞ্চলীয় হুনান প্রদেশের জিঝিং শহরে এখনো ১৫ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

গত জুলাইয়ের শেষের দিকে প্রবল শক্তিশালী টাইফুন গেইমির প্রভাবে বৃষ্টিপাত শুরু হয় চীনে। শক্তিশালী ওই টাইফুন ফিলিপাইন, তাইওয়ান ও চীনের স্থলবেষ্টিত হুনান প্রদেশে আঘাত হেনেছিল।

চীনের কর্তৃপক্ষ গত মাসে প্রায় ৩ লাখ মানুষকে সরিয়ে নেয় এবং পূর্ব চীনজুড়ে গণপরিবহন চলাচল স্থগিত করা হয়। গ্রীষ্মকালে চরম বৈরী আবহাওয়ার মুখোমুখি হয়েছে চীন। যদিও একই সময়ে দেশটির পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলজুড়ে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং উত্তরের বেশিরভাগ অঞ্চল টানা তাপপ্রবাহ দেখেছে।

গত মাসে দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় শানঝি প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে একটি হাইওয়ে সেতু ধসে অন্তত ৩৮ জনের প্রাণহানি ঘটে। বিশ্বে গ্রিনহাউস গ্যাসের সর্ববৃহৎ নির্গমনকারী চীন। বিশ্বজুড়ে জলবায়ুর পরিবর্তন ও চরম বৈরী আবহাওয়া তীব্র করে তুলছে এই গ্রিনহাউস গ্যাস।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২২৬ সংখ্যা, ৫ ভাদ্র ১৪৩১, ১৫ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

সীমা লঙ্ঘন

সীমা লঙ্ঘন বা বাড়াবাড়ি করা মোটেও কাম্য নহে। কেননা ইহার পরিণাম কখনো শুভ হয় না। কাহারো প্রতি কথাবার্তায় বা আচার-আচরণে অন্যায়, জুলুম বা নির্যাতন করা এমনকি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা সীমা লঙ্ঘনের মধ্যেই পড়ে। হিংসাবিদ্বেষ বা অহংকার করাও সীমা লঙ্ঘনের শামিল। মানুষ যখন অর্থকড়ি বা ক্ষমতার দম্ভে আত্মহারা হইয়া যায়, তখন তাহার পক্ষে যে কোনো অন্যায়-অপকর্ম করা কঠিন হয় না। নিজের সীমা-পরিসীমা সম্পর্কে তখন সে হইয়া পড়ে বেহুঁশ বা অসচেতন। এমনকি ভালো কাজেও বাড়াবাড়ির কারণে তাহা প্রশ্নবিদ্ধ হয় বা হইতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে পারসোন্যালিটি কাল্ট বা ব্যক্তিপূজার যে মারাত্মক ব্যাধি দেখা দিয়াছে, তাহার কারণেও শিল্প-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতিতে দেখা যায় বিপর্যয়। একজন মহান ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও ইহার কারণে পড়িতে পারেন ইমেজ-সংকটে। ইহাতে জনগণের বিরক্তি তৈরি হয় এবং সেই সুমহান ব্যক্তিত্বের মর্যাদা বাড়ে না, বরং তাহার প্রতি সুবিচার করা হয় না। কথায় বলে, 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ'। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অতিমাত্রায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ একসময় হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। আমরা জানি, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মূলে ইহা ছিল অন্যতম অনুঘটক। অর্থাৎ শুধু অত্যাচার-নির্যাতনের মাধ্যমেই যে সীমা লঙ্ঘন হয়, তাহা নহে। এই অযাচিত ভক্তিবাদও ইহার জন্য দায়ী। বিশেষত, ১৯৭৪ সালের দিকে সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়ন যেন ভুগিতেছিল ব্রেজনেভ ম্যানিয়ায়। তাহার ছবি প্রতিদিন টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাইত। মাস্টারদের ক্লাস তাহার বন্দনা ছাড়া শুরু করা যাইত না। থিসিসের প্রথম অধ্যায়ে তাহার বাণীর উপস্থিতি ছিল বাধ্যতামূলক। এখনো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আমরা এই ধরনের বাড়াবাড়ি বা সীমা লঙ্ঘন দেখিতে পাই। ইহার মাধ্যমে ঘুষ, দুর্নীতি, কালোবাজারি, অর্থপাচার, ব্যাংক লোপাট ইত্যাদি অপকর্ম জায়েজ করিবার অপচেষ্টা চলে। আবার ইহার মাধ্যমেই তৈরি হয় স্বৈরতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র বা কর্তৃত্ববাদ। যাহার কারণে কোর্ট-কাচারি ও অফিস-আদালত হইতে শুরু করিয়া সর্বত্র জনগণের দুর্ভোগ ও হয়রানি বাড়ে। হত্যা, গুম, খুন, মিথ্যা ও সাজানো মামলা ইত্যাদি বাড়িতে থাকে। ইহাতে দেখা দেয় নিরপরাধ মানুষের আহাজারি। জীবনের এই দুঃসহ অভিজ্ঞতা হইতেই একসময় উঠিয়া আসে প্রতিবাদের ভাষা। তখন দেশে দেশে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা, ভাঙচুর, গোলযোগ-গোলমাল, রক্তপাত ইত্যাদি।

অতএব, আমাদের কোনোভাবেই সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। বিশ্বের যে কোনো দেশে বা অঞ্চলে যে কেহই বাড়াবাড়ি করুন না কেন, ইহার জন্য আজ হউক বা কাল হউক তাহাদের মূল্য দিতে হইবেই। ন্যাচারাল জাস্টিস বলিয়া যে কথা প্রচলিত রহিয়াছে, ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনায় আমরা তাহার প্রতিফলন দেখিতে পাই। অনুরূপভাবে আজ যাহারা বিশ্বে যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে সীমা লঙ্ঘন করিতেছে, পাখির মতো গুলি করিয়া মানুষ মারিতেছে, মানুষের ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনকি হাসপাতালে বিমান হামলা চালাইয়া গুঁড়াইয়া দিতেছে, নারী ও শিশুদের হত্যা করিতেছে, তাহাদের এই বাড়াবাড়ির পরিণামও কখনো শুভ হইবে না। কেননা সীমা লঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না এবং তাহাদের শাস্তি তিনি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই দিয়া থাকেন। তিনিই উত্তম বিচারক এবং তাহাকে কোনোভাবেই ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নহে। এই জন্য ইসলামের নীতি অনুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্রেও সীমা লঙ্ঘন করা যায় না। হত্যা করা যায় না নিরপরাধ নারী, শিশু, বৃদ্ধ এমনকি ধর্মগুরুদের। গাছপালা কর্তন করা যায় না বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ে লুটপাট বা হামলা চালানো যায় না। সীমা লঙ্ঘনের কারণে আদ, সামুদ, কওমে লুত প্রভৃতি সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আব্রাহার হস্তিবাহিনীকে ধ্বংস করা হইয়াছে আবাবিল পাখি দ্বারা। এই জন্য আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, 'এমনিভাবে আমি তাহাকে প্রতিফল দিব, যে সীমা লঙ্ঘন করে এবং পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করে। তাহার পরকালের শাস্তি কঠোরতর এবং অনেক স্থায়ী (ত্বোয়া-হা. আয়াত: ১২৭)।

স্মরণ: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কেমন ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ও সিপিআইএম দল থেকে রাজ্যের শেষ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চলে গেলেন গত বৃহস্পতিবার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তাঁর সমসাময়িক নেতাদের মধ্যে রয়ে গেলেন বুদ্ধদেবের থেকে বছর ছয়েকের বড় বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু। লিখেছেন শুভজিৎ বাগচী

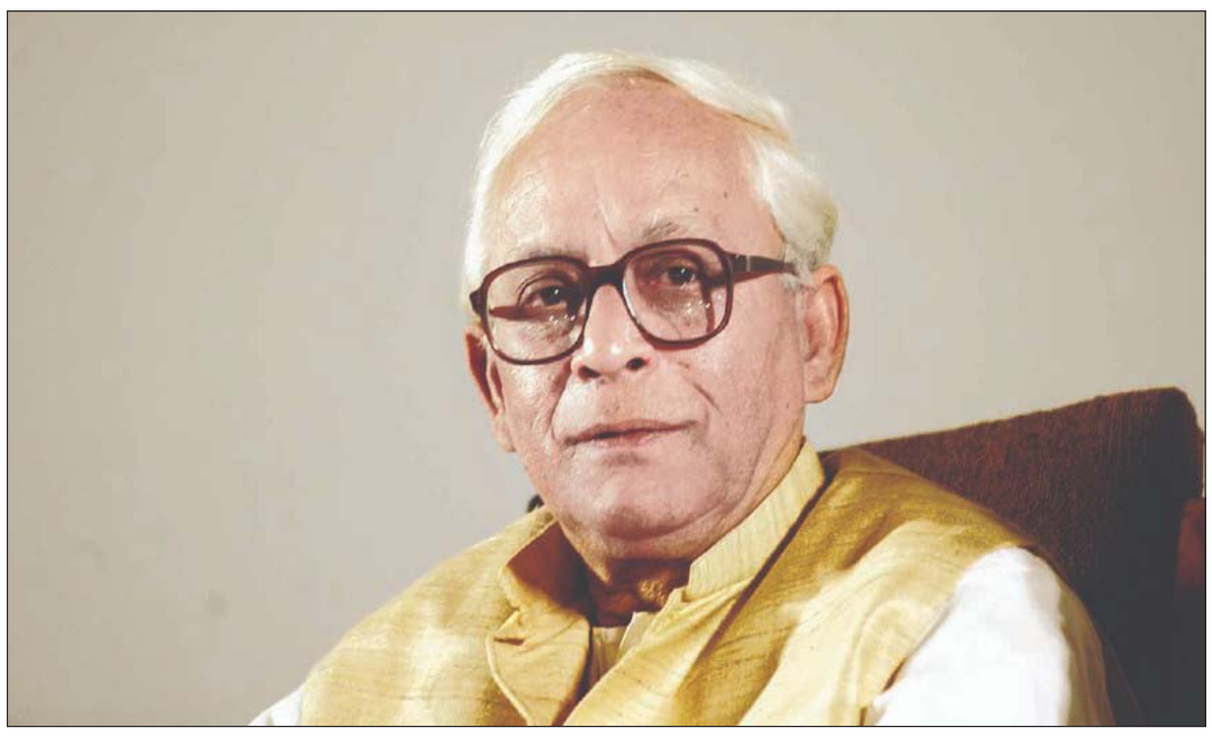

পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ও সিপিআইএম দল থেকে রাজ্যের শেষ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চলে গেলেন গত বৃহস্পতিবার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তাঁর সমসাময়িক নেতাদের মধ্যে রয়ে গেলেন বুদ্ধদেবের থেকে বছর ছয়েকের বড় বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জন্ম কলকাতার এমন এক পরিবারে, যেখানে বামপন্থার হাওয়া ছিল তাঁর জন্মের অনেক আগে থেকেই। তাঁর কাকা ছিলেন বামপন্থী কবি ও লেখক সুকান্ত ভট্টাচার্য। তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে কিছুদিন একটি স্কুলে পড়ান বুদ্ধদেব। কিন্তু সেটা কিছুদিনই। প্রায় সেই সময়ই ১৯৬৪ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (সিপিআই) ভেঙে সিপিআইএম (কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া মার্ক্সিস্ট) গঠনের দুই বছরের মধ্যে সিপিআইএমের সদস্যপদ নেন বুদ্ধদেব। সর্বক্ষণের কর্মী হন ১৯৬৮ সালে। এরপর দ্রুত উত্থান দলে—'৭১-এ রাজ্য কমিটি, '৮৪-তে কেন্দ্রীয় কমিটি হয়ে ২০০১ সালে সর্বোচ্চ পলিটব্যুরো সদস্য হন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের পাশাপাশি ভারতের সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন বুদ্ধদেব, যে কারণে তিনি নির্বাচনেও দাঁড়ান এবং ১৯৭৭ সালে, যে বছরে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসে, সেই বছরে উত্তর কলকাতার কাশীপুর থেকে বিধানসভা নির্বাচনে যেতেন বুদ্ধদেব। এরপর ১৯৮৭ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত পরপর পাঁচবার জেতেন দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর আসন থেকে। মন্ত্রী হিসেবে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর সামলানোর পর পশ্চিমবঙ্গের সপ্তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জ্যোতি বসুর জায়গায় শপথ নেন ২০০০ সালের ৬ নভেম্বর।

বুদ্ধদেবের নেতৃত্বে ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের বিপুল জয় আসে। এককভাবে সিপিআইএম ২৯৪ আসনের মধ্যে ১৭৬টি আসন পায়, বামফ্রন্ট পায় ২৩৫ আসন। বিরোধীরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ৩০ ও কংগ্রেস ২১টি আসন।

অনেকটা শেখ হাসিনার পতন যেমন ২০২৪-এর আগস্ট মাসের নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের ছয় মাসের মধ্যেই শুরু হয়, বুদ্ধদেবেরও যেন প্রায় তা-ই। ২০০৬ সালের ১১ মে নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর ১৮ মে টাটা সংস্থার চেয়ারম্যান রতন টাকা পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সিঙ্গুরে ছোট গাড়ি তৈরির কারখানা স্থাপনের ঘোষণা করেন। ওই দিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বুদ্ধদেব, যিনি কৃষির ওপর ভিত্তি করে শিল্পায়নের স্লোগানে সেবারে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেয়েছিলেন। এ ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যে সিঙ্গুরে শুরু হয় কৃষক আন্দোলন। গোড়ার দিকে সেই আন্দোলনের হাল ধরার মতো কোনো বড় নেতা-নেত্রী বা দল ছিল না। নির্বাচনে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরে হতাশ হয়ে কিছুদিনের জন্য সে সময় অন্তরালে ছিলেন প্রধান বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ঠিক দুই মাস পর, ২০০৬ সালের জুলাই মাসে মমতা বুঝতে পারেন যে সিঙ্গুরে কৃষিজমি অধিগ্রহণের আন্দোলন দানা বাঁধছে। রাতারাতি তিনি সেখানে চলে যান। জুলাইয়ের ১৮ তারিখ টাটার কারখানার জন্য চিহ্নিত জমিতে ধানের বীজ রোপণ করেন মমতা। সেখানে কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলন ধীরে ধীরে ব্যাপক আকার ধারণ করে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উত্থান শুরু হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, আর ভাঙন শুরু হয় বামফ্রন্টের। অবশেষে ২০১১ সালের মে মাসে বামফ্রন্টকে হারিয়ে ক্ষমতায় আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস জোট। এই হারের জন্য সিপিআইএমসহ পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের বড় অংশ প্রধানত দায়ী করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। কিন্তু সত্যিই কতটা দায়ী ছিলেন বুদ্ধদেব?

২০০২ সালে কলকাতায় আমেরিকান সেন্টারের ওপর জঙ্গি হামলা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পরোক্ষভাবে মাদ্রাসার বিরুদ্ধে এমন কিছু মন্তব্য করেন, যে কথা আজও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা ভুলতে পারেননি। ঘটনাটি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বিপুলভাবে সিপিআইএম-বিরোধী করে তোলে। এরপর আরও কয়েকটি ঘটনায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ব্যক্তিগত স্তরে মুসলমান সমাজের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে ওঠেন, যার সুবিধা নির্বাচনে পেয়ে যায় তৃণমূল কংগ্রেস।

বুদ্ধদেব যেটা চেয়েছিলেন, তা তিনি বারবার বলেছেন। একাধিক সাক্ষাৎকারে নির্বাচনে হারার আগে এবং পরে তিনি বলেছেন, শুধু কৃষির ওপর ভিত্তি করে একটি জাতি, সমাজ বা দেশ এগোতে পারে না, প্রয়োজন শিল্পের এবং শিল্পায়নের। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী উত্তর বা পশ্চিম ইউরোপ, চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্র কোথাওই এই তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়নি, বক্তব্য ছিল বুদ্ধদেবের। তাঁর এই বক্তব্যকে মেনেও নিয়েছিল তাঁর দল, তাঁর রাজ্য এবং দেশের মানুষও। নতুন স্বপ্ন ও আশা তিনি দেখিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ ও এখনকার বাঙালিকে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নানা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বামপন্থী ও অবামপন্থী পর্যবেক্ষক ও অর্থনীতিবিদেরা দেখিয়েছেন যে বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্য মহৎ থাকলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা ছিল। রাজ্যের এক সাবেক অর্থমন্ত্রী পরবর্তী সময়ে এই প্রতিবেদককে বলেন, 'সে সময়ে টাটা কোম্পানিকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল যে তারা সিঙ্গুরের উর্বর জমি না নিয়ে যদি আরেকটু দূরে মেদিনীপুরের খড়গপুরে বা অন্য কোনো অঞ্চলে অনুর্বর জমি নেয়, তাহলে তা দিতে সুবিধা হয়। এর কারণ, উর্বর জমি মানুষ স্বাভাবিক কারণেই চট করে ছাড়তে চান না। এ ক্ষেত্রেও চাননি। কিন্তু এটা টাটাদের বোঝানো যায়নি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও বোঝাতে পারেননি।' পরবর্তী সময়ে কৃষিজমি রক্ষার আরেকটি বড় আন্দোলন শুরু হয় দক্ষিণবঙ্গের নন্দীগ্রামে। বেশ কিছু মানুষ মারা যায় এবং অব্যাহত থাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান। এসবের জেরেই বিদায় নিতে হয় বামফ্রন্টকে। তবে বামফ্রন্টের পতনের জন্য শুধুই কি দায়ী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য? এখন অনেকেই বলেন যে, না, তা নয়। ২০১১ সালে পরাজয়ের আগে ৩৪ বছর ক্ষমতায় ছিল সিপিআইএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট। ভূমিসংস্কার আন্দোলন এবং আংশিকভাবে কৃষকদের মধ্যে জমির কাগজপত্র বণ্টনের পাশাপাশি একাধিক এমন কাজ বামফ্রন্ট করেছিল, যার ফল এখনো রাজ্যের মানুষ ভোগ করছেন। সে সময়ও দুর্নীতি থাকলেও এখনকার মতো ব্যাপক পরিমাণে ছিল না বলেও অনেকেই মনে করেন। কিন্তু বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে একটা বড় ধরনের প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার হাওয়া তৈরি হয়েছিল। বামফ্রন্টের ভেতরেই সে সময় ও এখনো অনেকে মনে করেন, যে আদর্শের ওপর ভিত্তি করে সিপিআইএম ও বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছিল, সেই আদর্শগুলোকে পরবর্তী সময়ে, বিশেষত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শাসনকালে, চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। যেমন বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলোকে শিল্পের স্বার্থে দুর্বল করা হয়েছে, শিল্পের স্বার্থেই জমি নেওয়ার প্রযোজনা আঘাত করা হয়েছে কৃষক সংগঠনগুলোকে এবং সবচেয়ে বড় কথা, সংখ্যালঘু মুসলমানবিরোধী এমন মন্তব্য করা হয়েছে, যার কারণে পশ্চিমবঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ ভোট বামফ্রন্টের দিক থেকে রাতারাতি চলে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। এটা সম্ভবত সবচেয়ে বড় ধাক্কা।

২০০২ সালে কলকাতায় আমেরিকান সেন্টারের ওপর জঙ্গি হামলা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পরোক্ষভাবে মাদ্রাসার বিরুদ্ধে এমন কিছু মন্তব্য করেন, যে কথা আজও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা ভুলতে পারেননি। ঘটনাটি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বিপুলভাবে সিপিআইএম-বিরোধী করে তোলে। এরপর আরও কয়েকটি ঘটনায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ব্যক্তিগত স্তরে মুসলমান সমাজের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে ওঠেন, যার সুবিধা নির্বাচনে পেয়ে যায় তৃণমূল কংগ্রেস। বুদ্ধদেবের কার্যকালে সিপিআইএম এবং বামফ্রন্টের চূড়ান্ত সাফল্য যেমন এসেছে, এসেছে ব্যর্থতাও। কিন্তু একটা কথা কেউ কখনো তাঁর সম্পর্কে বলতে পারেননি যে তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত। তাঁর চরম বিরোধীরাও বারবার বলেছেন, 'আর যা-ই বলা যাক, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী বলা যাবে না।' সারা জীবন ছোট একটি ফ্ল্যাটে থেকেছেন, সাধারণ জীবন যাপন করেছেন, সাধারণ খাবারদাবার খেয়েছেন এবং সাধারণের সঙ্গে মিশেছেন। শখ বলতে ছিল, সিগারেট খাওয়া, সিনেমা দেখা ও বই পড়া। দক্ষিণ আমেরিকার সাহিত্যিকদের একাধিক বইয়ের অনুবাদও করেছিলেন। হয়তো এই সাধারণ জীবনযাপনের কারণেই বর্ষার কলকাতায় বুদ্ধদেবের প্রয়াণে আবেগে আপ্লুত হয়েছেন বামপন্থী কর্মীর পাশাপাশি সাধারণ মানুষও। শেষের দুটি শখ থাকলেও স্বাস্থ্যহানির কারণে সিগারেট ছাড়তে হয়েছিল বহু আগেই। ইদানীং আর সিনেমাও দেখতে পারতেন না, কার্যত তাঁর দ্বিতীয় অফিস নন্দনের সরকারি প্রেক্ষাগৃহেও যেতে পারতেন না। বই ও সংবাদপত্র পড়তেও অসুবিধা হতো। তবে রাজনীতিতে উৎসাহ হারাননি বলেই নির্বাচনের আগে ও পরে পুরোনো নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি নতুনদের সঙ্গেও দেখা করতেন। পরামর্শ দিতেন। এখন থেকে তা-ও আর দিতে পারবেন না পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

সৌ: প্র: আ:

বাংলাদেশের মতো ঘটানো কি এবার ঘটতে পারে পাকিস্তানে?

আবদুল বাসিত

বাংলাদেশের পর এবার কি তাহলে পাকিস্তান?

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নিরাপত্তাসহ বহু বিষয় নিয়ে উদ্ভূত সংকটের পটভূমিতে পাকিস্তানে 'বর্ষাবিপ্লব' কি চলে এসেছে?

বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের কারণে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

তবে এখনই এসব প্রশ্ন তোলার সময় হয়েছে কি না, তা ভেবে দেখার অবকাশ আছে বলে মনে করি। ২০২২ সালের এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর পাকিস্তানে রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সমাজব্যবস্থার ব্যবধান উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। কারণ, এখানে অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে এবং আইনের শাসন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখানকার জনসাধারণ ক্ষুব্ধ। কারণ, তাদের পিঠ এখন দেয়ালে ঠেকে গেছে। দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ পাকিস্তানে বর্তমানে যে মূল্যস্ফীতির হার, তা এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ। সেখানে সোয়া কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে এবং আরও ৯ কোটি ৫০ লাখ লোক দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করছে। পাকিস্তান ইকোনমিক সার্ভে নামের একটি জরিপ প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা অনুসারে, সেখানে ৪৫ লাখ যুবক এ মুহূর্তে বেকার।

দেশটিতে বেকারত্বের হার ১১ শতাংশ, যা দক্ষিণ এশিয়ায় মধ্যে সবচেয়ে বেশি। একটু বেশি আয় করা ও একটু ভালোভাবে জীবনযাপনের আশায় গত দুই বছরে ১৬ লাখ পাকিস্তানি নাগরিক মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে পাড়ি জমিয়েছেন। এর বাইরে অনানুষ্ঠানিক সীমান্ত অর্থনীতিকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার উদ্যোগ হিসেবে আফগানিস্তান ও ইরানের সঙ্গে পাকিস্তানের সীমান্তে বেড়া দেওয়ার কারণে অনানুষ্ঠানিক খাতে অনেক তরুণ বেকার হবেন।

এ ছাড়া ইন্টারনেটে বিঘ্ন ঘটানোর ফলে ফ্রিল্যান্স সেক্টরেও বহু তরুণ বেকার হবেন। অশান্ত খাইবার পাখতুনখাওয়ার পশতুন তাহাফুজ মুভমেন্টের নেতা মনজুর পশতিন এবং বেলুচিস্তানের বেলুচ ইয়াকজেহতি কমিটির মাহরং বালুচের মতো তরুণ নেতারা নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী বিক্ষুব্ধ তরুণদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে নিচ্ছেন।

তাহলে পাকিস্তান কি জেনারেশন জেড বা জেন-জি বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত?

না, পুরোপুরি নয়।

বাংলাদেশের পরিস্থিতির সঙ্গে পাকিস্তান পরিস্থিতি কিছুটা সমান্তরাল অবস্থানে থাকলেও নিচের চারটি কারণে পাকিস্তানের বিপ্লবের সাক্ষী হওয়ার সম্ভাবনা নেই। প্রথমত, কিছু লোক যুক্তি দেখান, পাকিস্তান একটি বারুদের কৌটার মতো হয়ে আছে এবং একটি স্ফুলিঙ্গের ছোঁয়া দিলেই বাংলাদেশের মতো দেশব্যাপী প্রতিবাদ বিস্ফোরিত হবে। কিন্তু সেটি হবে না। তার কারণ, বাংলাদেশের অভিন্ন জাতীয়তা আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ক্ষোভকে একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করেছে।

কিন্তু পাকিস্তানের জাতিগত ভিন্নতা ও খণ্ডিত রাজনৈতিক দৃশ্যপট একটি দেশব্যাপী বিদ্রোহ চাগিয়ে তোলার পথে বড় অন্তরায় হয়ে আছে।

বেলুচিস্তান ও খাইবার পাখতুনখাওয়ায় চলমান বিক্ষোভ পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে কোনো প্রভাব তৈরি করেনি। অথচ শেষোক্ত এই দুই প্রদেশে পাকিস্তানের জনসংখ্যার বেশির ভাগ বাস করে। পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে জীবনযাত্রার মান খারাপ হয়েছে। বেলুচিস্তান ও খাইবার পাখতুনখাওয়ার মতো পাঞ্জাবেও গত বছরের ৯ মে দাঙ্গার পর পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) রাজনৈতিক কর্মীদের জোরপূর্বক তুলে নিয়ে গুম করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও এই বিদ্রোহ না করে তার বদলে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর দক্ষ শ্রমিক ও পেশাজীবীরা দেশ ছেড়ে পশ্চিম ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চলে যাচ্ছেন। ফলে তাদের প্রতিবাদ-আন্দোলন বিক্ষিপ্ত থেকে যাচ্ছে। এসব বিক্ষিপ্ত আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে একীভূত করার মতো নেতৃত্ব সেখানে নেই।

বিদ্যমান আন্দোলনের এই বিক্ষিপ্ত অবস্থার পাকিস্তান সরকারকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার কাজটিকে সহজ করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ টানা ১৫ বছর ধরে দেশ শাসন করেছে এবং শেখ হাসিনা টানা চারবার জয়ী হয়েছেন। একই সময়ে পাকিস্তানে তিনটি ভিন্ন দল শাসন করেছে। গত দুই দশকে পাকিস্তানে কোনো সরকারই পরপর দুটি নির্বাচনে জয়ী হতে পারেনি। অধিকন্তু, বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকার কার্যত একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারলেও পাকিস্তানে ছিল ঝুলন্ত পার্লামেন্ট। সেখানে জোট সরকার শাসন করে আসছে। ২০২২ সালের এপ্রিলে পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে ইমরান খানকে সরিয়ে দেওয়ার পর পাকিস্তানজুড়ে বিক্ষোভ হয়েছিল। পাকিস্তান যদি কখনো কোনো বিপ্লবের কাছাকাছি এসে থাকে, তাহলে তা ছিল গত বছরের ৯ মে। কিন্তু সেই গণ-আন্দোলনকেও সামরিক বাহিনী নির্মমভাবে দমন করেছিল। আজকের পাকিস্তানে ৯ মের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা খুবই কম।

তৃতীয়ত, শেখ হাসিনা যেমন সব বিরোধী নেতাকে কারারুদ্ধ করেছিলেন এবং লৌহ মুষ্টিতে এককভাবে বাংলাদেশকে শাসন করেছিলেন, পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি। পাকিস্তানে আজকে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার পেছনে প্রধান সব রাজনৈতিক দলের ভূমিকা রয়েছে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, পিটিআই বর্তমানে খাইবার পাখতুনখাওয়ায় শাসন করছে, পিপিপি সিন্ধু ও বেলুচিস্তান প্রদেশ চালাচ্ছে; আর পিএমএলএন কেন্দ্র ও পাঞ্জাবের দায়িত্বে রয়েছে। তাই এসব দলের মধ্যে জটিল রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও অমীমাংসিত নির্বাচনী বিরোধ থাকা সত্ত্বেও তারা এই বিদ্যমান ব্যবস্থাকেই নিজেদের জন্য ভালো বলে মনে করছে এবং তারা চলমান সংকট সমাধানের আইনি ও রাজনৈতিক উপায় খুঁজছে।

চতুর্থ ও সর্বশেষ কারণটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হলো বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অবস্থানগত ভিন্নতা।

মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী যখনই শেখ হাসিনার প্রতি নিরঙ্কুশ সমর্থন দেওয়া বন্ধ করেছে এবং জেন-জি বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করেছে, তখনই হাসিনার শাসন তাসের ঘরের মতো ধসে গেছে।

কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক সংস্থা দৃঢ়ভাবে পিএমএলএনের নেতৃত্বাধীন জোট সরকারকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত হুসেইন হাক্কানির বক্তব্য অনুযায়ী, পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা হলো 'একটি বেসামরিক মুখোশ পরা সামরিক শাসন'।

সুতরাং, বর্তমান সংকটের সঙ্গে সামরিক বাহিনী গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।

এ কারণে ধারণা করছি, বাংলাদেশের মতো পাকিস্তানে গণ-অভ্যুত্থান ঘটাতে হলে জেন-জি বিক্ষোভকারীদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

দ্য ডিপ্লোম্যাট থেকে নেওয়া অনুবাদ

আবদুল বাসিত সিঙ্গাপুরের এস রাজারত্নম স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের একজন সিনিয়র সহযোগী ফেলো।

প্রথম নজর

জাতীয় সড়কের পাশে থাকা অবৈধ দোকান ভেঙে দেওয়া হল

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: জাতীয় সড়কের পাশে থাকা অবৈধ দোকান ভেঙে দেয়া হলো বুলডোজার দিয়ে। দোকান ভাঙ্গা কে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। হাইকোর্টের রায় মেনেই অবৈধ দোকানগুলি ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে বলেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে, অবৈধ দোকান গুলি ভেঙে ফেলা কে কেন্দ্র করে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থলের মোতায়েন ছিল প্রচুর পরিমাণে পুলিশবাহিনী। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের ডাংঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রঘুনাথপুর বিএম হাই স্কুল এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে অবৈধভাবে তৈরি হওয়া দোকানগুলি মঙ্গলবার ভেঙে ফেলা হয়। দোকান ভাঙাকে কেন্দ্র করে কান্নায় ভেঙে পড়েন দোকানের মালিকেরা। অন্যদিকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ তরফে জানানো হয়েছে, রাস্তা চওড়া করবার জন্য এই দোকান গুলোকে ভাঙা হচ্ছে না, বরং দোকানের পেছনে থাকা জমির মালিকের তরফে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। তাঁর ভিত্তিতে হাইকোর্টে মামলা চলছিল। সেই মামলার রায়ের ভিত্তিতেই এই অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকান গুলোকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। দোকান ভেঙে ফেলা কে কেন্দ্র করে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনায় এরাতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসার।

বাঁধ রক্ষার আন্দোলনে শহীদ বাদলের স্মরণ

সন্ন্যাসী কাউরী ● ডেবরা

আপনজন: কৃষি জমি ও বাঁধ রক্ষার আন্দোলনে নিহত শহীদ বাদল সিং -এর স্মরণসভার আয়োজন করল কৃষিজমি ও বাঁধ রক্ষা কমিটি। সোমবার বিকেলে ডেবরা ব্লকের খাজুরীতে এই স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। শহীদ বাদল সিং এর প্রতিকৃতিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এলাকার কৃষকেরা। শহীদ বাদল সিংয়ের স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন কৃষিজমি ও বাঁধ রক্ষা কমিটির সভাপতি কান্ত বেরা, সদস্য অর্জুন সাউ, নারায়ণ চন্দ্র সাউ, সাগর সাউ, শিবরাম রায়, নিহতের পরিবারের সদস্য নেপাল সিং, কাজল সিং সহ এলাকার সাধারণ মানুষ।

উল্লেখ্য ২০১৫ সালে ১৯ শে আগস্ট বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ রক্ষার আন্দোলন করতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের হাতে নিহত হন বাদল সিং। প্রবল বৃষ্টি ও নদীতে জল ছাড়লেই ডেবরা ব্লকের ৭ নং মলিঘাটি এবং ৮ নং গোলগ্রাম অঞ্চলের মানুষ বানভাসি হয়ে পড়ত। দুই অঞ্চলের মাঠের জল বের করে দেওয়ার জন্য ভিন্ন নিকাশি ব্যবস্থা থাকলেও সাত নম্বর অঞ্চলের জল বাঁধ ছাপিয়ে এসে পড়ত পড়ত ৮ নম্বর অঞ্চলের ১১ টি মৌজায়। ফলে এই অঞ্চলের কৃষকদের ফসল, ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে যেত। কৃষি জমি ও ঘরবাড়ি রক্ষা করতে এই মৌজার মানুষের দাবি ছিল, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাঝে উঁচু করে একটি ভেড়ি বাঁধ দেওয়ার। সেই ভেড়িবাঁধ দেওয়ার জন্য এগারটি মৌজার মানুষজন ওই দিন জড়ো হতে থাকে ৭ এবং ৮ নম্বর অঞ্চলের সংলগ্ন এলাকায়। বাদল সিং ওই এলাকায় যাওয়ার পথে আক্রান্ত হন। এবং তার মাথায় বোল্ডার দিয়ে আঘাত করে কয়েকজন তাঁকে মেরে ফেলেন। বাঁধ কমিটির দাবি ৭ নং অঞ্চলের কিছু মানুষ সেদিন নৃশংস ভাবে বাদল সিং কে হত্যা করে। তখন থেকেই দুই পক্ষের মধ্যে চলে আইনের লড়াই। এখন পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই বন্যা নিয়ন্ত্রণ হয়েছে এবং ওই এলাকায় দেওয়া হয়েছে বাঁধ। এই আন্দোলনে বাদল সিং এর অবদানের কথা স্বীকার করে কৃষি জমি ও বাঁধ রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিবছর স্মরণ করা হয় বাদল সিং কে। এ দিনের স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন কমিটির সভাপতি কান্ত বেরা, অর্জুন সাউ সহ অন্যান্যরা।

মাশরুম চাষে স্বনির্ভর হওয়ার নতুন দিশা

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ইসলামপুর

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের গুনজরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে সম্প্রতি শুরু হয়েছে মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ শিবির, যা গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ভারত সরকারের নাবর্ড আয়োজন করেছে। শিবিরটির উদ্বোধন করেন নাবর্ডের রিজিওনাল অফিসের ডিজিএম অম্লান দাস, সাথে ছিলেন নাবর্ডের আধিকারিক অর্ণব প্রামাণিক ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। শিবিরে ৩০ জন মহিলাকে ৭ দিনব্যাপী মাশরুম চাষের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। দাসপাড়া নবদিশা এডুকেশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে। মহিলাদের মাশরুম চাষের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বাড়িতে বসেই আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা তাদের পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে সাহায্য করবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলারা মাশরুম চাষের প্রাথমিক থেকে উন্নততর কৌশল শিখছেন, যা তাদের স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। নাবর্ডের এই উদ্যোগ গুনজরিয়ার মহিলাদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং আর্থিক উন্নয়নের নতুন পথ দেখাতে সহায়ক হবে।

নিম্নমানের সামগ্রীতে স্কুল ভবন নির্মাণের অভিযোগে বিক্ষোভ

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: সরকারি সিডিউল না মেনে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে স্কুলের নতুন ভবন। স্কুলের ভবন নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ করে দিলেন স্থানীয়রা। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের মালিওর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমগাছি জালালপুর জুনিয়র হাই স্কুল প্রাঙ্গনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,নিমগাছি জালালপুর জুনিয়র হাই স্কুলে সমগ্র শিক্ষা মিশনের বরাদ্দকৃত প্রায় ৬০ লক্ষ টাকায় তিন তলা ভবন নির্মাণে কাজ চলছে। ৫ টি অতিরিক্ত ক্লাসরুম ও একটি ডাইনিং রুমের কাজ চলছে। আর এই ভবন নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন গ্রামবাসী। তাঁদের অভিযোগ, সিডিউল না মেনেই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে এই ভবন তৈরি করা হচ্ছে। কংক্রিটের পিলারের ভিতরে ইট ঢুকিয়ে বাইরে থেকে সিমেন্ট ও বালি দিয়ে প্লাস্টার করে দিয়েছে। হাতুরি মারতেই বেরিয়ে আসছে ইট। আয়রনযুক্ত বালি দিয়ে ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। বেশিরভাগ ইট ২ নম্বর। তিন তলা ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগেই বিম বাঁকা হয়ে গিয়েছে। দুই তলা ভবনের ছাদ চুঁয়ে জল পড়ছে। ঢালাই পিলারের পরিবর্তে কয়েকটি ইঁটের পিলার দিয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যেই ভবনটি ভেঙ্গে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। ব্লক প্রশাসনকে বারবার অভিযোগ জানিয়ে কোন ফল হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে গ্রামবাসী কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন। যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের বিডিও তাপস কুমার পাল বলেন,বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিচ্ছি। অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্থানীয় বাসিন্দা সৈদুল ইসলাম বলেন,অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। আমরা ঠিকাদারকে বারবার জানালেও সে কোন কর্ণপাত করেননি। কয়েক বছরের মধ্যেই ভবনটি ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছি। ঠিকাদারের কাছ থেকে সিডিউল দেখতে চাইলে তিনি দেখাতে চাননি। আমরা প্রশাসনকে মৌখিকভাবে অভিযোগ জানিয়েছি। আরেক বাসিন্দা মহম্মদ আবুজর আলম বলেন ২ নম্বর ইট দিয়ে গাথুনি করা হয়েছে। কংক্রিটের পিলারের মধ্যে ইট ভরে দেওয়া হয়েছে। যে ছাদ নির্মাণ হয়েছে তা দিয়ে এখন থেকেই জল চুঁয়ে পরছে। আমাদের মনে হয় প্রশাসনের আধিকারিক থেকে ঠিকাদার সবাই এই দুর্নীতির পিছনে রয়েছে। প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার সুদীপ্ত সিনহা বলেন,আমি ওখানে সরকারি শিডিউল মেনেই কাজ হচ্ছে। তবে গ্রামবাসীদের কী অভিযোগ রয়েছে,তা এলাকায় গিয়ে খতিয়ে দেখা হবে। এই বিষয়ে কন্টাক্টর কে ফোন করা হলে তিনি ফোন করেননি।

দূষণ রোধে তৎপরতা, বর্জ্য নিষ্কাশন প্রকল্পের সূচনায় রথিন-কাকলি

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত-১ ব্লকের কোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুরে সূচনা হলো 'কঠিন তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ।' গত গ্রামপঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকেই সরকার পরিবেশ দূষণ রোধে শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চল গুলোতেও 'কঠিন তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প' নির্মাণের ক্ষেত্রে উদ্যোগী হতে লক্ষ্য করা যায়। জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতনতার লক্ষ্যে একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যেই জেলা জুড়ে বিভিন্ন ব্লকে কঠিন তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। সম্প্রতি বারাসত-১ ব্লকে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের সূচনা হয়, মঙ্গলবার এই ব্লকেরই কোটরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গোপালপুরে ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরও একটি 'কঠিন তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে'র সূচনা হলো। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হবেন পঞ্চায়েত এলাকার সহস্রাধিক পরিবার। প্রকল্পের উদ্বোধন করেন বারাসাতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, স্থানীয় বিধায়ক রহিমা মন্ডল, বারাসত-১ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রাজীব দত্ত চৌধুরী, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন মন্ডল বাবলু, কোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিউল্লাহ সরদার, ঈছা সরদার প্রমুখ।
এলাকার পরিবারের থেকে পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহের জন্য কোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে তিনজনকে নিয়োগ করে তাদের হাতে বর্জ্য বহনকারী যানের চাবি তুলে দেওয়া হয়, পাশাপাশি বেশ কয়েকটি পরিবারের হাতে পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য পদার্থ রাখার জন্য পৃথক দুটি বালতি প্রদান করা হয়। রাজ্যে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ এদিন বক্তব্য রাখার সময় সাধারণ মানুষকে দূষণ রোধে সচেতনতা বাড়ানোর পরামর্শ দেন। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার লাইন তুলে ধরে আগামী প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ে তুলতে সকলকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান। প্রকল্পের উদ্বোধক কাকলি ঘোষ দস্তিদার বক্তব্য রাখার সময় সকল পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আসার জন্য উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান।
পাশাপাশি জলবায়ুর পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় রুখতে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে অনুরোধ করেন। বিধায়ক রহিমা মন্ডল এদিন কঠিন তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

যন্ত্রণা-কাতর প্রসূতি নার্গিসকে রক্তদান এএসআই বিনয় কুমারের

জে.এ সেখ ● পূর্ব বর্ধমান

আপনজন: রাখি বন্ধনের দিন রাখির যে মূল ভাবনা তা পরিস্ফুট হল এক মানবিক দায়িত্ব পালনে। ফুটে উঠল প্রকৃত সম্প্রীতি ভাব। বিনয় কুমার ঘোষ নামক এক পুলিশের এ এস আই রক্ত দিয়ে পাশে দাঁড়ালেন প্রসূতি মায়ের। জানা গেছে, কেতুগ্রাম থানার কাঁচড়া গ্রামের গর্ভবতী মা নার্গিস খাতুনের শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা অত্যধিক কমে ৫.১ নেমে গিয়েছিল। এ দিকে প্রসব যন্ত্রণা ওঠায় অপারেশনের জন্য হাসপাতাল থেকে দ্রুত রক্ত দেওয়ার জন্য বলা হয়। কিন্তু হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে তাঁর "এ+" গ্রুপের রক্ত না থাকায় বিপাকে পড়েন পরিবারটি। এমনকি, বাইরেও কোথাও রক্ত পাওয়া যাচ্ছিল না। বিষয়টি জানতে পারেন কেতুগ্রাম থানার এ এস আই। দ্রুত এগিয়ে আসেন তিনি। কাটোয়া মহাকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে ওই প্রসূতিকে রক্ত দান করেন। প্রসূতির পরিবারের পক্ষে স্বামী সফিউল সেখ জানান, "পুলিশকে দেখলেই আমরা ভয়ে থাকি। কিন্তু পুলিশের গাম্ভীর্যের মধ্যেও যে একটা মানবিক রূপ বেঁচে রয়েছে, আজ চাক্ষুষ করলাম। উনি দেবদূতের মতো হাজির হয়ে মা ও গর্ভস্থ শিশুর প্রাণ বাঁচালেন। তাঁর এই মহৎ কাজে আমরা অভিভূত। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁকে।"
অন্যদিকে,পুলিশ অফিসার বিনয় বাবু বলেন, হঠাৎ খবর পেলাম জাহির শেখ নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে যে একজন যন্ত্রণা-কাতর প্রসূতি বোনের আমার গ্রুপেরই রক্তের প্রয়োজন। তাই ব্যস্ত থাকলেও নিজেই গাড়ি চালিয়ে ছুটে এসে রক্ত দিলাম। মানুষকে সুরক্ষিত রাখা যেমন আমাদের পেশাগত দায়িত্ব, তেমনি মানুষের বিপদে পাশে থাকাটা নৈতিক দায়িত্ব। রাতে যখন খবর পেলাম, অপরেশনের পর মা ও নবজাতক সুস্থ আছে, তখন খুব তৃপ্তি বোধ করছিলাম।"

টোটো চালক ইউনিয়নের রক্তদান শিবির

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: এবার টোটো চালকরা জোটবদ্ধ ভাবে নিজেরা এগিয়ে এসে রক্তদান শিবির করলেন। উদ্দেশ্য রক্তের সংকট দূরীকরণ। পাড়ুই থানার অন্তর্গত সাত্তর টোটো শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে এবং সাত্তর ব্যবসায়ী সমিতি ও যুবক বৃন্দের সহযোগিতায় ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি ও বীরভূম ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে শিবির টি অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার এদিন শিবির থেকে ৩৫ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করে বোলপুর ব্লাড সেন্টার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স এসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক নুরুল হক ও বোলপুর মহকুমা সভাপতি জয়ন্ত ঘোষ , টোটো শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আমিনুল ইসলাম প্রমুখ ।
আয়োজক সংস্থার পক্ষ হইতে প্রতিটি রক্তদাতাকে চারা গাছ ও শংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

রেশনে মেয়াদ উত্তীর্ণ নিম্নমানের চাল ও আটা, ঘেরাও ডিলার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: রেশনে এক্সপেয়ারি আটা এবং নিম্নমানের চাল দেওয়ার অভিযোগ ডিলারের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের সাহেবনগর তালতলা গ্রামে ডিলারের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহকরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক হইচই সৃষ্টি হয়। গ্রাহকদের অভিযোগ, এদিন সকাল থেকে রেশনে যে আটা দেওয়া হচ্ছে সেই আটার তারিখ পেরিয়ে গেছে। আটার প্যাকেটে ভ্যালিডিটি ১২ আগস্ট শেষ হয়ে গেলেও ২০ আগস্টে সেই আটা দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, চাল সহ বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণেও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে সিরাজুল আলম নামে ওই ডিলারের বিরুদ্ধে। এদিন দফায় দফায় ডিলারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন গ্রাহকরা। এদিকে গ্রাহকরা অভিযোগ করলেও ডিলার সিরাজুল আলম জানিয়েছেন, চাল ঠিকঠাকই আছে। আমি বাড়িতে ছিলাম না। আটা এসেছে সেটাই আমরা দিতে শুরু করেছিলাম। পরে দেখলাম এক্সপেয়ার তারিখ। তারপরেই আটা দেওয়া আপাতত বন্ধ করে দিয়েছি বলেও জানিয়েছেন ডিলার।

ফার্মেসি ছাত্রের মৃত্যুতে বিক্ষোভ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মুর্শিদাবাদের জাকির হোসেন ইনস্টিটিউট অফ ফার্মেসি কলেজের হোস্টেল থেকে মালদার এক ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি তুলে এবার মালদহের ইংলিশ বাজার থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করল আই এস এফ এর ছাত্র সংগঠন। মঙ্গলবার ইংলিশ বাজার থানার সামনে রাস্তায় বসে গিয়ে বেশ বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি তুলে ইংলিশ বাজার থানার আইসির হাতে একটি ডেপেটেশন তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য গত ১৩ তারিখ রাত্রে মালদার ইংলিশ বাজার থানার যদুপুরের বাসিন্দা তৌহিদ করিম নামে ফার্মাসি ওই ছাত্রের দেহ উদ্ধার হয়েছিল জাকির হোসেন ইনস্টিটিউট অফ ফার্মেসি কলেজের হোস্টেল থেকে। স্থানীয় রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে নিতে অস্বীকার করে পুলিশ বলে পরিবারের অভিযোগ।

আদিবাসী তরুণী খুনের প্রতিবাদ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আর.জি করের ঘটনার পাশাপাশি পরবর্ত্তী সময়ে পূর্ব বর্ধমানের এক আদিবাসী তরুণী খুনে যুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও মহিলাদের নিরাপত্তার দাবিতে পথ অবরোধ করলেন আদিবাসী সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের সদস্যরা। মঙ্গল বার সকাল থেকে ওই সংগঠনের সদস্যরা গঙ্গাজলঘাটির অমরকানের কাছে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। দিনের ব্যস্ততম সময়ে এই অবরোধের জেরে আটকে পড়ে অসংখ্য যাত্রী ও পণ্যবাহি যানবাহন।
অবরোধকারী ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পক্ষ থেকে আর. জি কর কাণ্ড ও পূর্ব বর্ধমান জেলার এক আদিবাসী তরুণী খুনের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলা হয়েছে, অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। আর তা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন।

ডাক্তার খুনের প্রতিবাদে শিশু ও বৃদ্ধরাও

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: আর জি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার প্রেক্ষিতে সমগ্র রাজ্য প্রতিবাদের ঝড়ে উজ্জীবিত। শহর থেকে প্রতিবাদের রেস পড়েছে গ্রামে গ্রামে। পথে নামেন শিশু থেকে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা। সকলের মুখে একই স্লোগান দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির চাই। দোষীদের ফাঁসি চাই। দোষীদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন নাগোরিক মঞ্চ। প্রতিদিন রাজ্যের প্রতিটি জায়গায় গ্রাম থেকে শুরু করে শহর পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল,পথসভা,অবস্থান বিক্ষোভ,ধর্নামঞ্চ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত।সেরূপ আজ মঙ্গলবার রাজ্যের অন্যান্য ব্লক এলাকার ন্যায় রামপুরহাট ১ নং ব্লকের কাষ্ঠগড়া গ্রামে নাগোরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে একটি মিছিল বের হয়। বটতলা মোড়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের পরে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গলসিতে শাস্তির দাবিতে পথে পড়ুয়ারা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কলকাতার আরজিকর হাসপাতালের মহিলা ডাক্তারের নৃশংস হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে এবার পথে নামলো গলসি মহাবিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের একাংশ। তাদের দাবি ওই ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এছাড়াও রাজ্যে মহিলা সুক্ষরা নিয়েও সরব হন পড়ুয়ারা। তারা জানান, সরকারী হাসপাতালে সহ সব জায়গায় মহিলা সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে রাজ্য সরকারকে। এদিন পড়ুয়ারা মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গন থেকে একটি মিছিল করেন। যা মহাবিদ্যালয়ের রাস্তায় মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে উপস্থিত পড়ুয়ারা দোষীদের শাস্তির দাবিতে প্লাকার্ড হাতে শ্লোগান দিতে থাকেন। পড়ুয়া সুজাতা ঘোষ জানান, আরজিকরে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটা খুব দুঃখজনক। যার নৃশংসতা দেখে রাজ্য ও দেশ তোলপাড় হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদ আইএসএফের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: আর জি কর হাসপাতালের চিকিৎসক ছাত্রীর নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আজ বিকেলে বারাসাতে আইএসএফ একটি বিশাল মিছিল বের করে। এই হত্যাকাণ্ডের সুবিচার চেয়ে মিছিলে আওয়াজ ওঠে। পাশাপাশি ঐ হাসপাতালের সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ করার লড়াইয়েরও ডাক দেওয়া হয়। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে যাঁর উপর এই ঘটনা ঘটলো, তিনি এই হাসপাতালের সিন্ডিকেট রাজ ও দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। তাই মিছিল থেকে এই সিন্ডিকেট রাজ খতম ও বিনামূল্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবিও ওঠে। কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধেও শ্লোগান ওঠে। মিছিল থেকে এই ঘটনার দায় স্বীকার করে পুলিশ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তোলা হয়। বিশাল এই মিছিলটি বারাসাতের বারাসাত কাছারি ময়দান থেকে শুরু হয়ে ডাকবাংলো মোড় ঘুরে কলোনি মোড় হেলাবটতলায় মিছিল শেষ হয়। মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির আমন্ত্রিত দুই সদস্য জুবি সাহা ও সায়ন দাস।মমিছিলের পুরোভাগে ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন আইএসএফের রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিত মাইতি, দলের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি তাপস ব্যানার্জি প্রমুখ।

মাদ্রাসা সার্ভিস পাশ প্রার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল

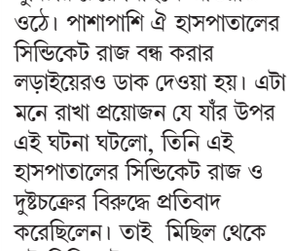

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন ২০১৩ সালে বিজ্ঞপ্তিতে শূন্যপদ ছিল ৩১৮৩ কিন্তু প্যানেল ছাড়ায় নিয়োগ হয় মাত্র ১৫০০।২০১০ সালের গেজেটের কোন নিয়ম মানা হয়নি বলে অভিযোগ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন পাশপ্রার্থী মঞ্চের। তাদের অভিযোগ, জট কাটানোর জন্য যে সরকারি কমিটি তৈরি হয়েছিল সেই কমিটি চাকরি প্রার্থীদের জানায় ভোটের পরই বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। ভোট পেরিয়ে গেলেও নিয়োগ শুরু না হওয়ায় মঙ্গরবার কালিঘাট অভিযান করে চাকরি প্রার্থীরা। যতীন দাস মেট্রো স্টেশনের ৪ নং গেট থেকে বের হতেই ঘিরে ধরে পুলিশের কর্তারা। চাকরি প্রার্থীরা হাজরা মোড় ক্রসিং কিছু সময় অবরোধ করার পর কালিঘাট থানার ওসি ডেপুটেশন কমিশন জমা নিলে অবরোধ উঠে যায়।
মঞ্চের সভাপতি মনিরুল ইসলাম বলেন, নতুন চেয়ারম্যান পি বি সেলিম চাকরি প্রার্থীদের সাথে বৈঠক করে দ্রুত সমাধান হবে আশ্বাস দেন।

রাখি বন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: মশাট সংলগ্ন বাজারে পরিচালনায় চন্ডীতলা ১ নম্বর ব্লক ও যুব কল্যাণ ক্রীড়া দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় রাখি বন্ধন উৎসব শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদেরত্রী নয় পথ চলতি সাধারণ মানুষদের রাখি পরিয়ে মিষ্টিমুখ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য সদস্যারা।

নামী, তবে দামি নয়

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

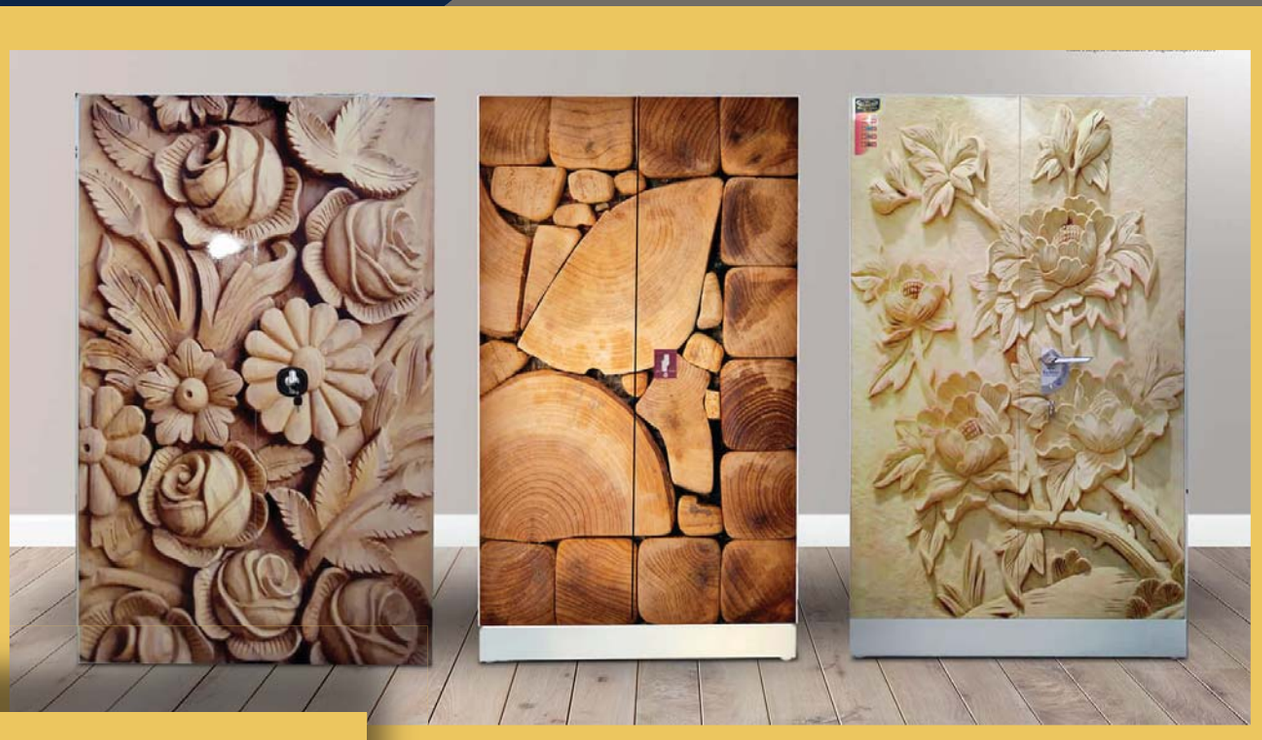

ডিজিটাল প্রিন্টেড আলমারি
নন-প্রিন্টেড কালার আলমারি

জেলা ভিত্তিক ডিলারশিপ চাই

৯৭৩২৮৮০১১০

RIMEX
We Make Furniture For Needs

Since 2011

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি
পাউডার কোটেড

নাবাবীয়া মিশনে শিক্ষার আধুনিকীকরণে নতুন দিগন্ত উন্মোচন, শুরু স্মার্ট ক্লাস

নিজস্ব প্রতিবেদক, খানাকুল: হুগলির খানাকুল থানা এলাকার প্রত্যন্ত মাইনান গ্রামে রাজ্যের অন্যতম শীর্ষ আবাসিক সংখ্যালঘু মিশনারি স্কুল নাবাবীয়া মিশনে স্মার্ট ক্লাসের উদ্বোধন ও সেই সঙ্গে আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান হল। নাবাবীয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আলহাজ্ব শেখ ফজলুর রহমানের ওফাত দিবস উপলক্ষে ছিল এদিনের অনুষ্ঠান। মরহুম আলহাজ্ব শেখ ফজলুর রহমানের ইন্তেকালে পর থেকে নাবাবীয়া মিশন সুচারুভাবে পরিচালনা করে আসছেন তাঁরই পুত্র সেখ সাহিদ আকবার। আর মিশনের এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা করেছে চলেছেন বিশিষ্ট শিল্পপতি শিক্ষা দরদি পতাকা গোষ্ঠীর কর্ণধার মোস্তাক হোসেন।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালে যাতরা শুরু করা নাবাবীয়া মিশন রাজ্যের সংখ্যালঘু শিক্ষা জগতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। সেই মিশনে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে উদ্বোধন হল স্মার্ট ক্লাসের। সোমবার নাবাবীয় মিশনের স্মার্ট ক্লাসের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান ও 'পুবের কলম' পত্রিকার সম্পাদক আহমদ হাসান ইমরান। সঙ্গে ছিলেন ফুরফুরার জমিয়তে উলামায়ে বাংলার সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন। এছাড়া বিমিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের সাংসদ মিতালী বাগ, পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী প্রমুখ।

এদিন স্মার্ট ক্লাস ছাড়াও নাবাবীয়া মিশনের ছাত্রছাত্রীদের দুটি দেওয়াল পত্রিকার উদ্বোধন হয়। সেই সঙ্গে ছাত্র ও ছাত্রীরা তাদের তৈরি একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীও হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে আহমদ হাসান ইমরান বলেন, এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগামী দিনের বিজ্ঞান গবেষকরা যে রয়েছেন, এই বিজ্ঞান প্রদর্শনী তারই নজির। আরামবাগের সাংসদ মিতালী বাগ মিশন পরিদর্শন করে ভূয়সী প্রশংসা করেন সম্পাদক সাহিদ আকবরকে। তিনি বলেন, সংখ্যালঘু শিক্ষার প্রসারে নাবাবীয়া মিশনের এই উদ্যোগের সুফল কুড়োবে রাজ্যের শিক্ষা সমাজ।

নাবাবীয়া মিশনের সম্পাদক সাহিদ আকবার জানানা, তারা এবার থেকে এই স্মার্ট ক্লাসের নানাবিধ আধুনিক সরঞ্জামের মাধ্যমে অনলাইনে কোচিংয়ের ব্যবস্থা করবেন নামকরা এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে টাইআপ করে। মূলত এই মিশনে নিট বা ডাক্তারি পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আর তাতে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সফল হয়েছে। কারণ, নাবাবীয়া মিশন থেকে বিগত কয়েক বছরে ২৬৭ জন ছেলে ও মেয়ে এমবিবিএস, বিডিএস প্রভৃতি কোর্সে সুযোগ পেয়েছেন এবং অনেকে এখন সাফল্যের প্র্যাক্টিসও করছেন। সাহিদ আকবার উপস্থিত সকলকে জানান যে, নাবাবীয়া মিশনে স্মার্ট ক্লাস যোগ হওয়ায় তাঁরা এখন নিট-এর সঙ্গে ডব্লিউবিসিএস-এর জন্য ছেলে-মেয়েদের প্রস্তুত করবেন। এই সাফল্য অবশ্যই সকলের প্রশংসারযোগ্য।

উল্লেখ্য, নাবাবীয়া মিশনের ছাত্রদের মধ্যে আয়োজিত ফজলুর রহমান স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা। বিজিত হয়েছে একাদশ শ্রেণির ছাত্ররা।

দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা মডেল করেছিল স্মার্ট সিটি। একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রার মডেল করেছিল নিউরোন। নাত পরিবেশন করে ষষ্ঠ শ্রেণির জুনায়েদ ও অষ্টম শ্রেণির মোল্লা কাওসার। ক্বেরাত পরিবেশন করে অষ্টম শ্রেণির খন্দকার তামিম ও একাদশ শ্রেণির সেখ সোয়াইফ। সম্প্রীতির উপর গজল গায় ষষ্ঠ শ্রেণির রাইহান খান। হামদ পড়ে শোনায় দশম শ্রেণির জুবদাতুল্লা হালদার।

ইংরেজিতে বক্তব্য রাখে অষ্টম শ্রেণির আরেফিন ইসলাম জমাদার ও নবম শ্রেণির জুনায়েদ খান। উভয় ক্যাম্পাসে উদ্বোধন হয় দেওয়াল পত্রিকা 'মুকুল'। পত্রিকার সম্পাদক জাহির আব্বাস মল্লিক। উদ্বোধক ছিলেন আহমদ হাসান ইমরান।

ইংরেজিতে বক্তব্র রখার জন্র পুরস্কৃত হয় একাদশ শ্রেণির ছাত্রী নেহা খাতুন। উর্দুতে বক্তৃতার জন্য পুরস্কৃত হয় দ্বাদশ শ্রেণির সুকরিয়া ইয়াসমিন। অন্যান্যরা যারা পুস্কৃত হয়েছে তারা হল একাদশ শ্রেণির মায়মুনা বিনতে (গজল), অষ্টম শ্রেণির আসমা খাতুন (ক্বেরাত), শাম্মি আকতার (আঁকা), ষষ্ঠ শ্রেণিরনুসরত কাতুন (গজল, নাত)।

দশম শ্রেণির দেওয়াল পত্রিকা 'মুকুল' -এর সহযোগিতায় ছিলেন শিক্ষক জাহির আব্বাস মল্লিক, সাহানা আফরোজ।

স্কিপিংয়ে ই গ্রুপ থেকে সবচেয়ে ভাল খেলে সেরা হয়েয়ে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী রিনা পারভিন ও ষষ্ঠ শ্রেণির নাদেরা কাদেরি।

ডি গ্রুপের ছাত্রীর বিজিত হয়েছে। ভাল খেলেছে সপ্তম শ্রেণির হাসনুহেনা খাতুন ও চতুর্থ শ্রেণির আমরিন খাতুন।

মডেল-১ এ ওয়াটার পিউরিফিকেশন প্রসেসে দশ শ্রেণির ছাত্রী রুকাইয়া ও মডেল-২ হিউম্যান এক্সিরেটরি সিসটেমে দশম শ্রেণির ছাত্রী কোয়েল রহমানও রুবিনা খাতুন পুরস্কৃত হয়েছে। সহযোগিতায় ছিলেন শিক্ষিকা হাবিবা শাহিন, প্রীতি নন্দী ও সাহানা আফরোজ।

অভিষেক ম্যাচে নিষ্প্রভ আলভারেজ, ড্র আতলেতিকোর

আপনজন ডেস্ক: নতুন ক্লাবে শুরুটা খুব একটা ভালো হলো না হুলিয়ান আলভারেজের। বাংলাদেশের মুদ্রায় প্রায় ১০৯২ কোটি টাকার চুক্তিতে আলভারেজকে দলে নিয়েছে আতলেতিকো মাদ্রিদ।
আতলেতিকো মাদ্রিদের হয়ে অভিষেক ম্যাচে শেষ ১৫ মিনিটের জন্য মাঠে নেমেছিলেন। এই সময়টাতে মাঠে নিষ্প্রভ ছিলেন আলভারেজ। দলকে কাঙ্ক্ষিত জয়সূচক গোল এনে দিতে পারেননি। তাতে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে এস্তাদিও দে লা সেরামিকায় ২-২ গোলে ড্র নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে আতলেতিকোকে।
অবশ্য হারের শঙ্কাও ছিল আতলেতিকোর সামনে। দুইবার পিছিয়ে পড়েও প্রতিপক্ষের মাঠ থেকে ১ পয়েন্ট নিয়ে ফেরা গেছে, তাতে দিয়েগো সিমিওনের সন্তুষ্ট হওয়ারই কথা। ম্যাচশেষে আতলেতিকো কোচের কথাতে সন্তুষ্টিই প্রকাশ পেয়েছে, 'আমার মনে হয় আমরা ভালো একটা ম্যাচ খেলেছি। কিছু ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে উন্নতির জায়গা আছে, তবে দল হিসেবে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম।'
গত মৌসুমে লিগে পয়েন্ট তালিকায় ৪ নম্বরে থাকা আতলেতিকো দলে এবার বেশ কয়েকটি পরিবর্তন এসেছে। আলভারো মোরাতা, স্টেফান সেভিচ, মেক্সিস ডিপাইয়ের মতো ফুটবলার দল ছেড়েছেন। দলে এসেছেন আলভারেজ, আলেক্সান্ডার সরলথ, রবিন লে নরমাঁ। এই তিন ফুটবলারেরই কাল অভিষেক হয়েছে। অভিষেক ম্যাচে গোল পেয়েছেন সরলথ। যে গোলেই মূলত কাল পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে পেরেছে আতলেতিকো।
ম্যাচের ১৮ মিনিটের মাথাতেই গোল খেয়ে বসে আতলেতিকো। গোল করেন ডাচ ফুটবলার আরনাউ দানিউমা। এই গোলের পর ম্যাচ ফিরতে খুব একটা সময় নেয়নি আলভারেজরা। ২ মিনিট পরই গোল ফিরিয়ে দেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার মার্কোস ইয়োরেন্তে। ৩৭ মিনিটে ককের আত্মঘাতী গোলে আবারও এগিয়ে যায় ভিয়ারিয়াল।
যদিও দায়টা বেশি ছিল গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাকের। অ্যালেক্স বায়েনার করা ক্রস ওবলাক নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে হেডে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান সরলথ।

১ হাজার কোটি টাকা দামের স্ট্রাইকার ম্লান ৩৭ বছর বয়সী ভার্ডির কাছে

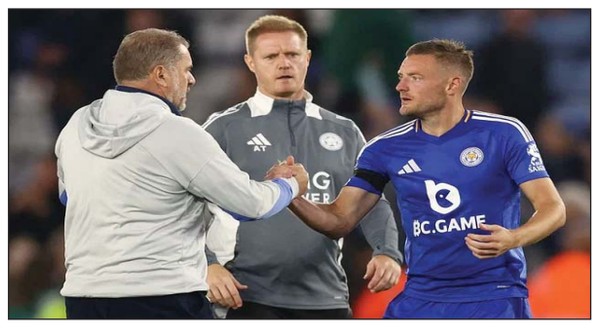

আপনজন ডেস্ক: সবার চোখ ছিল টটেনহামের ১ হাজার কোটি টাকা দামের নতুন স্ট্রাইকারের দিকে। কিন্তু কাল রাতে লেস্টারের কিং পাওয়ার স্টেডিয়ামে সব আলো কেড়ে নিলেন ৩৭ বছর বয়সী এক স্ট্রাইকার। ১ হাজার কোটি টাকা দামের স্ট্রাইকারের নাম ডমিনিক সোলাঙ্কি। এ মৌসুমেই বোর্নমাউথ ছেড়ে টটেনহামে এসেছেন ইংলিশ স্ট্রাইকার। ২৬ বছর বয়সী স্ট্রাইকার সোলাঙ্কি টটেনহাম কিংবদন্তি হ্যারি কেইনের ফেলে যাওয়া শূন্যস্থান পূরণ করবেন, এমন আশাই করছেন স্পার সমর্থকেরা। কিন্তু প্রথম ম্যাচে সেই সোলাঙ্কিকে ম্লান করে দিলেন লেস্টারের কিংবদন্তি জেমি ভার্ডি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে ভার্ডির গোলেই টটেনহামের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে লেস্টার। সেই ভার্ডি, প্রিমিয়ার লিগে যাঁর দিন শেষ হয়ে গিয়েছে বলেই ভাবছিলেন সবাই।
প্রথমার্ধে কী ছন্নছাড়াই না ছিল ভার্ডির লেস্টার। একটি মৌসুম ইংলিশ ফুটবলের দ্বিতীয় স্তরে কাটিয়ে আসা সাবেক চ্যাম্পিয়নরা নিজেদের খুঁজে পেতেই হিমশিম খেয়েছে। তবু পেদ্রো পোরোর গোলে প্রথমার্ধটা মাত্র ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেই শেষ করতে পারে টটেনহাম। টটেনহামের কতটা আধিপত্য ছিল সেটির প্রমাণ ৫৭ মিনিটে করা ভার্ডির গোলটিই! ম্যাচে ওটাই যে ছিল লেস্টারের প্রথম গোল করার চেষ্টা। আর প্রথম চেষ্টাতেই কাজ হেডে গোল করে ফেললেন ২০১৬ সালের লেস্টারের প্রিমিয়ার লিগ জয়ের অবিশ্বাস্য গল্পের নায়ক। বয়স ৩০ পেরোনোর পর প্রিমিয়ার লিগে ভার্ডির এটি ১০৪তম গোল। সবগুলো গোলই লেস্টারের হয়েই করেছেন এই ইংলিশ স্ট্রাইকার। ম্যাচের পর সেই ভার্ডিকেই লেস্টারের ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়ের তকমা দিলেন লিভারপুলের সাবেক তারকা জেমি ক্যারাঘার। খেলা ছাড়ার পর ফুটবল বিশ্লেষকের কাজ করা ক্যারাঘার স্কাই স্পোর্টসে ভার্ডিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন, 'আমার মনে হয় ভার্ডিই লেস্টারের ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়। সে স্পেশাল ফুটবলার।' টটেনহাম গোলের পর গোলের সুযোগ নষ্ট না করলে ক্যারাঘার ভার্ডির এতটা প্রশংসা নাও করতে পারতেন। ১ হাজার কোটি টাকার স্ট্রাইকার সোলাঙ্কি একাই দুটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন। দুবারই হেড করে সোজা গোলকিপারের হাতে বল তুলে দিয়েছেন গত মৌসুমে বোর্নমাউথের হয়ে ১৯ গোল করা এই স্ট্রাইকার। দুর্দান্ত এক প্রথমার্ধ কাটানো টটেনহাম ম্যাচের শেষ মুহূর্তেও সুযোগ নষ্টের মহড়া দিয়েছে। ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার রিচার্লিসন খুব কাছ থেকেও হেডে বাইরে পাঠিয়েছেন বল। দলটির কোচ অ্যাঞ্জে পোস্তেকোগলু ম্যাচ শেষে হতাশা লুকাতে পারেননি, 'আমাদের জন্য অবশ্যই হতাশাজনক ফল এটি। যখন আপনি এতটা আধিপত্য দেখাবেন, তখন স্কোরলাইনে অবশ্যই সেটির প্রতিফলন থাকতে হবে।'

এক ওভারে ৩৯ রান, নতুন রেকর্ড দেখল আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি

আপনজন ডেস্ক: এক ওভারে সর্বোচ্চ রানের নতুন রেকর্ড দেখল আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট। আজ সামোয়ার এপিয়ায় পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে এক ওভারে উঠেছে ৩৯ রান।
ভানুয়াতুর পেসার নালিন নিপিকোর ওভারে ৬ বলে ৬টি ছক্কা মেরেছেন সামোয়ার ব্যাটসম্যান ডারিয়াস ভিসের। এই ওভারে ৩টি নো বলও দেন নিপিকো। এর আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ওভারে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ছিল ৩৬।
ঘটনাটি ইনিংসের ১৫তম ওভারের। ওভারের প্রথম তিন বলে মিডউইকেটে দিয়ে ৩টি ছক্কা মারেন ভিসের। নিপিকোর পরের বলটিতে আম্পায়ার নো বলের সংকেত দেন। ফ্রি হিটে আবারও ছক্কা হাঁকান ভিসের। পরের বলটি হয় ডট, সেটাও অবশ্য ভাগ্যের ছোঁয়ায়। তাঁর শট সোজা গিয়ে নন স্ট্রাইক এন্ডের স্টাম্পে লাগে। এরপর টানা দুটি বল নো দেন নিপিকো। যার শেষটিতে লং লেগের ওপর দিয়ে ছক্কা মারেন ভিসের। ওভারের শেষ বলটিতেও হয় ছক্কা। এভাবেই উঠেছে ৩৯ রান।
এর আগে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে পাঁচবার এক ওভারে ৩৬ রান উঠেছে। প্রথম এই রেকর্ড গড়েছিলেন ভারতের যুবরাজ সিং। তিনি ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্টুয়ার্ট ব্রডের এক ওভারে ৬টি ছক্কা মেরেছিলেন। তাঁর মতো ৬ বলে ৬টি ছক্কা মেরে রেকর্ড ছুঁয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাইরন পোলার্ড (২০২১) ও দীপেন্দ্র সিং ঐরী (২০২৪)। এ ছাড়া দুবার ৩৬ রান হয়েছে ওভারে ৬টি ছক্কা না মেরেই।
এ বছরই আফগানিস্তানের বিপক্ষেই করিম জানাতের বিপক্ষে ১ ওভারে ৩৬ রান তুলেছিল ভারত। করেছিলেন দুজন মিলে– রোহিত শর্মা ও রিঙ্কু সিং। আর গত জুনে নিকোলাস পুরান আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের বিপক্ষে ৩৬ রান তুলেছিলেন লেগ বাই, ওয়াইড ও নো বলের অবদান নিয়ে।সেই ওভারে ব্যাট হাতে তিনি করেছেন ২৬ রান।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সামোয়ার প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে সেঞ্চুরি করেছেন ভিসের। ৬২ বলে ১৩২ রানের ইনিংসে ছিল ১৪টি ছক্কা, যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এক ইনিংসে পঞ্চম সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড এস্তোনিয়ার সাহিল চৌহানের– ১৮টি।
সামোয়া আগে ব্যাটিং করে তুলেছিল ১৭৪ রান। যার মধ্য একাই ১৩২ রান করেন ভিসের। এক ইনিংসে দলের মোট রানের ৭৫.৮৬ শতাংশই করেছেন তিনি, যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ। এর আগে এই রেকর্ড ছিল অ্যারন ফিঞ্চের।
অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এই অধিনায়ক ২০১৮ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ১৭২ রানের ইনিংস খেলার পথে ৭৫.১ শতাংশ রান করেছিলেন। সামোয়ার ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান এসেছে সামোয়া অধিনায়ক ক্যালেব জাসমেতের ব্যাট থেকে। তিনি করেছেন ১৬ রান। এরপর বল হাতে ১ উইকেটও নিয়েছেন ভিসের। শেষ পর্যন্ত তাঁর দল জিতেছে ১০ রানে।

আগারকারকে ভারতীয় স্পিনারের চ্যালেঞ্জ, 'আমাকে টেস্টে নিন, আমি তৈরি'

আপনজন ডেস্ক: ভারতের হয়ে তিনি ৩টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। ১৫.৭৫ গড়ে উইকেটও নিয়েছেন ৪টি। রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোরের এখনো ভারতের হয়ে ওয়ানডে বা টেস্ট অভিষেক হয়নি। কিন্তু ক্রিকেটের সবচেয়ে অভিজাত সংস্করণ টেস্টে খেলতে চান ভারতের স্পিনার।
টেস্ট খেলার প্রসঙ্গে সাই কিশোর ভারতের প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকারকে একটি চ্যালেঞ্জই জানিয়েছেন। তাঁকে টেস্ট দলে নিয়ে দেখতে বলেছেন সাই কিশোর। নিজেকে টেস্টের জন্য প্রস্তুত বলেই মনে করেন তিনি। ২০২৪ আইপিএলে সাই কিশোর গুজরাট টাইটানসের হয়ে খেলেছেন। গলফ খেলতে গিয়ে চোট পেয়ে মাঠের বাইরে ছিটকে যাওয়ার আগের ম্যাচে পাঞ্জাবের বিপক্ষে ৩৩ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৫৯ ম্যাচে ১৮.২৯

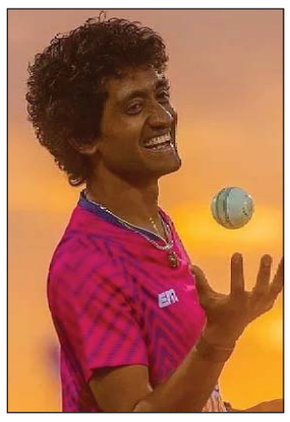

গড়ে নিয়েছেন ৬৫ উইকেট। বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে ফিরবেন শামি, আশা ভারতের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৩৯ ম্যাচে ১৬৬ উইকেট পাওয়া সাই কিশোর টেস্ট খেলার প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি মনে করি, আমি দেশের অন্যতম সেরা স্পিনার। আমাকে টেস্ট ম্যাচে নিন, আমি প্রস্তুত। তাই আমি খুব একটা উদ্বিগ্ন নই।'
সাই কিশোর এরপর যোগ করেন, 'সেখানে (টেস্ট দলে) জাদেজা আছেন। আমি তাঁর সঙ্গে কখনো খেলিনি। আমি তাঁর সঙ্গে সিএসকেতে খেলেছি, কিন্তু লাল বলে কখনো একসঙ্গে খেলিনি। তাই তিনি কী করেন, সেটা জানতে পারলে ভালো অভিজ্ঞতাই হবে। আমি আত্মবিশ্বাসী, আমি অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি তৈরি।'
বাংলাদেশ সিরিজেও বিশ্রামে থাকতে পারেন বুমরা
আগামী ৫ তারিখে শুরু হচ্ছে দুলীপ ট্রফি। এই টুর্নামেন্ট দিয়েই ভারতের লাল বলের মৌসুম শুরু হয়। বাংলাদেশের বিপক্ষে আসন্ন টেস্ট সিরিজের দলে জায়গা করে নিতে এই টুর্নামেন্টে ভালো করাটা জরুরি। যে রকমের প্রস্তুতি নিয়েছেন, দুলীপ ট্রফিতে ভালো করতে পারবেন বলেই মনে করেন সাই কিশোর।

ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল যুবভারতীতে করার দাবি তিন প্রধানের

আপনজন ডেস্ক: ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচ কলকাতায় হোক। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এই দুটি ম্যাচ করার আবেদন জানালেন ময়দানের তিনটি ক্লাবের কর্মকর্তারা। মঙ্গলবার কলকাতার ক্রীড়া জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হন মোহনবাগান ,ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কর্মকর্তারা। সেখান থেকে তারা আবেদন জানান ডুরান্ড কাপের গত রবিবারের ম্যাচ বাতিল হয়ে গেলেও এই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল ম্যাচের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচ হোক যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। কর্মকর্তারা তাদের ক্লাবের সমর্থকদের সুশৃংখলভাবে ম্যাচ উপভোগ করার আবেদন জানান। একইসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাবের কর্মকর্তারা জানান গত রবিবার যে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সেদিন অঘটন ঘটতে পারে বলে পুলিশ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল। এর পাশাপাশি আরজি

করের নিহত তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের কাণ্ডে সিবিআই দোষীদের চিহ্নিত করবে এবং গ্রেপ্তার করবে ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে এই দাবি রাখেন তারা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে গত রবিবার ডার্বি ম্যাচ হলে হামলা ও অশান্তির আশঙ্কায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর ফুটবলপ্রেমী মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল ও মোহামেডান ক্লাবের সমর্থকরা আরজিকর কাণ্ডের ঘটনায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করার ডাক দেন। সেখানেও গোলমাল এর আশংকায় বিধান নগর কমিশনারের পক্ষ থেকে ওই চত্বরে বিকেল চারটে থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা বলবৎ করা হয়। যদিও বহু ফুটবল সমর্থক সেদিন ইএম বাইপাসে জড়ো হয়ে আরজিকর কাণ্ডে প্রতিবাদে সোচ্চার হন। সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় বেশ কিছু সমর্থককে পুলিশ গ্রেফতার করলেও পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তাই এই ধরনের ঘটনা যাতে আর ফুটবল প্রেমী মানুষজন না ঘটায় সেই আবেদনই জানানো হয় ময়দানের তিনটি ক্লাবের কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে।

'বিএমভি' ত্রয়ীর সঙ্গে নিজের নামও যোগ করতে বললেন রদ্রিগো

আপনজন ডেস্ক: কিলিয়ান এমবাপ্পে আসার পর থেকে রিয়াল মাদ্রিদের বর্তমান দলকে 'নতুন গ্যালাকটিকোস' সম্বোধন করছে স্পেনের বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম। গত বুধবার উয়েফা সুপার কাপ দিয়ে রিয়ালের জার্সিতে এমবাপ্পের স্মরণীয় অভিষেকের পর রিয়ালের আক্রমণভাগে 'ত্রিফলা'ও ফিরে এসেছে বলে সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হচ্ছে। বেলিংহাম-এমবাপ্পে-ভিনিসিয়ুসকে নিয়ে গড়ে ওঠা আক্রমণভাগের ত্রয়ীকে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে 'বিএমভি'। নতুন এই আক্রমণভাগ এরই মধ্যে করিম বেনজেমা, গ্যারেথ বেল ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর 'বিবিসি'ত্রয়ীকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। তবে 'বিএমভি'ত্রয়ীতে নিজেদের নাম না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি নন রিয়ালের আরেক ফরোয়ার্ড রদ্রিগো।
ব্রাজিলের এই উইঙ্গার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপে এক পোস্টে 'বিএমভি' ত্রয়ীর সঙ্গে তাঁর নামের প্রথম বর্ণ 'আর' যুক্ত করতে বলেছেন। পরে অবশ্য পোস্টটি মুছে ফেলেছেন। শুরুতে রদ্রিগোর এই পোস্টকে 'ভুয়া' দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু দ্য অ্যাথলেটিক জানিয়েছে, রদ্রিগো সত্যিই এমন পোস্ট করেছিলেন। কিন্তু এটিকে মানুষ ভুলভাবে ব্যাখ্যা করায় মুছে ফেলেছেন।
রিয়ালের হয়ে অভিষেক ম্যাচে এমবাপ্পে গোল পেলেও পরশু রাতে লা লিগা অভিষেকে নিজের সেরাটা দিতে পারেননি। জুড বেলিংহাম ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়রও গোল পাননি। মায়োর্কার মাঠে ওই ম্যাচে রিয়ালের একমাত্র গোলটি করেন রদ্রিগো। পরে মায়োর্কা গোল শোধ করলে ১-১ ড্র নিয়ে ফিরতে হয় স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নদের। ম্যাচ শেষে হোয়াটসঅ্যাপ পোস্টে 'বিএমভি'ত্রয়ীর মতোই নিজের স্বীকৃতি চান রদ্রিগো। তিনি লেখেন, 'প্রিয় বন্ধুরা, গতকাল (পরশু) আমরা যেমন ফল চেয়েছিলাম, তেমনটা হয়নি। লা লিগায় প্রতিটি পয়েন্টই শেষ পর্যন্ত পার্থক্য গড়ে দেয়। আমার গোল ও দলের সমৃদ্ধি নিয়ে আমি খুশি। গত সপ্তাহে তারা বেলিংহাম, এমবাপ্পে ও ভিনির ত্রয়ী নিয়ে কথা বলেছিল। কিন্তু এখন তাদের এই সংক্ষিপ্ত রূপের (বিএমভিত্রয়ী) সঙ্গে রদ্রিগোর "আর" যুক্ত করতে হবে। আমাদের আক্রমণভাগ চতুষ্টয়ের এবং দলে বাকিরাও আছে। দলের প্রত্যেক সদস্যরই ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। তারা যেসব প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়, সেখানেই তাদের মূল্য বোঝায়। বার্নাব্যুতে আমাদের পরবর্তী ম্যাচ। পুরো সপ্তাহ আমাদের কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।' হোয়াটসঅ্যাপে পোস্ট করার পর রদ্রিগো যে ধরনের প্রতিক্রিয়া আশা করেছিলেন, তেমনটি পাননি। বরং ফেসবুক, এক্স ও ইনস্টাগ্রামে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। এসব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর অনেক অনুসারী দাবি করেন, রদ্রিগো নিজেকে জাহির করতে তিন সতীর্থকে খাটো করে দেখছেন। কিন্তু তাঁর গণসংযোগ প্রতিনিধির বরাতে একাধিক স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, রদ্রিগোর উদ্দেশ্য এমন ছিল না। তিনি বরং দলগত ঐক্যের প্রতি জোর দিয়েছিলেন। যেহেতু এ নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, তাই তিনি পোস্টটি মুছে ফেলেছেন।
এমবাপ্পে রিয়ালে আসায় কোচ কার্লো আনচেলত্তি কীভাবে কৌশল সাজাবেন ও কোন ছকে খেলবেন, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। শোনা যাচ্ছিল, এমবাপ্পের কারণে রদ্রিগোকে বেঞ্চে বসে থাকতে হবে কিংবা বদলি হিসেবে খেলার সুযোগ পাবেন। পর্যাপ্ত 'ম্যাচ টাইম' না পাওয়ায় রদ্রিগো রিয়াল ছেড়ে অন্য কোনো ক্লাবে নাম লেখাবেন, এমন গুঞ্জনও ছিল। তবে সে রকম কিছু এখনো হয়নি। উয়েফা সুপার কাপের পর লা লিগাতেও বেলিংহাম, এমবাপ্পে, ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে রদ্রিগোকে শুরুর একাদশে রেখেছেন আনচেলত্তি।
রিয়ালের পরের ম্যাচ আগামী রোববার। এদিন লা লিগায় ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ভায়াদোলিদের বিপক্ষে খেলবে লস ব্লাঙ্কোসরা।

পরিবার নিয়ে মেসি-সুয়ারেজের অবকাশ যাপন

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজের বন্ধুত্বের গল্পটা পুরোনো। সেই বার্সেলোনায় খেলার সময় থেকেই বন্ধুত্বের অবিচ্ছেদ্য এক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন দুজন। এরপর ক্লাব বদলে দুজন আলাদা ঠিকানা খুঁজে নিলেও ফাটল ধরেনি দুজনের বন্ধুত্বে। সময়ের পরিক্রমায় এ বছর ইন্টার মায়ামিতে আবার জুটি বেঁধেছেন মেসি-সুয়ারেজ। ফলে দুই বন্ধু আবার একসঙ্গে খেলার ও উদ্‌যাপনের সুযোগ পাচ্ছেন। বার্সায় খেলার সময় অবকাশ কাটাতে একসঙ্গে ঘুরতে যেতে দেখা যেত মেসি-সুয়ারেজকে। এমনকি দুজন আলাদা হওয়ার পরও বিভিন্ন সময় একসঙ্গে ঘুরতে যেতে দেখা গেছে তাঁদের। সেসব ভ্রমণে অনেক সময় দুজনের পরিবারের সদস্যরাও সঙ্গী হয়েছেন। পরিবার নিয়ে এবারও একসঙ্গে ছুটি কাটাতে গেছেন মেসি-সুয়ারেজ। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেদের অবকাশের বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছেন সুয়ারেজ। যেখানে তাঁর নিজের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি মেসি ও তাঁর স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জোকেও দেখা যায়। একটি বিলাসবহুল প্রমোদতরিতে ছুটি উদ্‌যাপনের বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে সুয়ারেজ লিখেছেন, 'পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে দারুণ মুহূর্ত উপভোগ করছি।' অবশ্য ঠিক কোন সময়ে তাঁরা একসঙ্গে ছুটিতে গিয়েছেন তা উল্লেখ করা হয়নি। ইনস্টাগ্রামের এই অ্যালবামটিতে একসঙ্গে তিনটি ছবি পোস্ট করেছেন সুয়ারেজ। প্রথমটিতে স্ত্রী সোফিয়া বালবি ও সন্তানদের সঙ্গে দেখা যায় উরুগুয়ের এই স্ট্রাইকারকে।

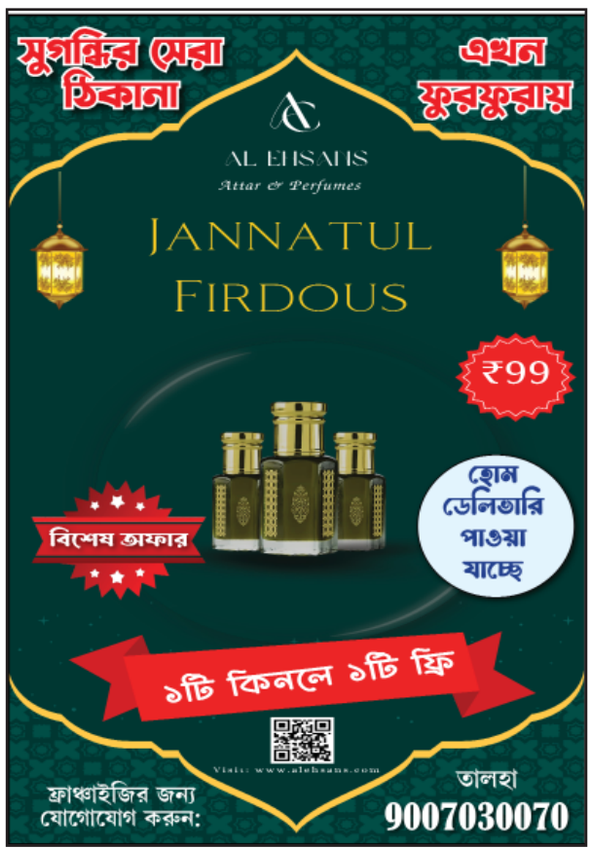

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**